

নবম অধ্যায়

▶▶ জাতিসংঘ ও বাংলাদেশ



অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সতর্বেপে জেনে রাখি

- জাতিসংঘ সৃষ্টির পটভূমি : তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট থিওডর রুবজভেল্টের উদ্যোগে এবং বিভিন্ন দেশের নেতৃবৃন্দের সাথে দীর্ঘ আলোচনা-আলোচনার ফলশ্রবতিতে ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর যুক্তরাষ্ট্রের সানফ্রান্সিসকো শহরে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। শুরবতে জাতিসংঘের সদস্যসংখ্যা ছিল ৫০। বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা ১৯৩। যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে এর সদর দপ্তর অবস্থিত।
- জাতিসংঘের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক : বাংলাদেশ ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে। জন্মলগ্ন থেকেই বাংলাদেশ জাতিসংঘের নীতি ও আদর্শের প্রতি আস্থাশীল রয়েছে। বাংলাদেশ

বিভিন্ন সময়ে তার নানা সমস্যা মোকাবিলায় জাতিসংঘের সহযোগিতা পেয়েছে। আবার জাতিসংঘের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

- বিশ্ব শান্তিরবী বাহিনীতে বাংলাদেশের ভূমিকা : বাংলাদেশ জাতিসংঘ শান্তিরবী বাহিনীর অন্যতম সদস্য দেশ। শুরব থেকেই বাংলাদেশ জাতিসংঘ শান্তিরবী বাহিনীর কর্মকাণ্ডে সমর্থন জানাচ্ছে ও সক্রিয় ভূমিকা পালন করে আসছে। এ পর্যন্ত বাংলাদেশ ২৫টি দেশে জাতিসংঘের শান্তি রবাকারী মিশনে অংশগ্রহণ করেছে। জাতিসংঘ শান্তিরবী বাহিনীতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অবস্থান খুবই গৌরবের।



বোর্ড বইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর



■ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর



১. বাংলাদেশ কতো সালে জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে?
● ১৯৭৪ ● ১৯৮০ ● ১৯৮৪ ● ১৯৮৬
- নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ২ ও ৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :
তাপস রায় আফ্রিকার একটি অঞ্চল থেকে তার স্ত্রীকে জানান, সেখানে যুদ্ধরত দলগুলোর মধ্যে যুদ্ধবিরতি ঘটতে তাদের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে এবং তারা সকল শ্রেণির আস্থা অর্জনে সর্বম হয়েছেন।
২. তাপস রায় দেশের পবে যে কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করছেন তা হলো—
i. জাতিসংঘ মিশন ii. শান্তিরবী মিশন
iii. বাংলাদেশ মিশন
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ● i ও iii ● ii ও iii ● i, ii ও iii
৩. উক্ত কার্যক্রমে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের কী অর্জন হয়েছে?
● সামরিক কৌশল অর্জন শক্তিতে উন্নত
● বহির্বিশ্বে প্রভাব বিস্তার
● সুশৃঙ্খল বাহিনী গঠন
● বিশ্বশান্তি

■ সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর



প্রশ্ন- ১ ▶▶ জাতিসংঘ শান্তিরবী মিশনে বাংলাদেশের ভূমিকা

গৃহবধু রিতা উচ্চশিবায শিবিত হওয়া সত্ত্বেও পরিবারের পব থেকে তাকে কোনো কর্মবেরে যোগদানের অনুমতি দেওয়া হয়নি। অনেক যুক্তি ও সত্থামের পরে তিনি একটি প্রাইভেট ফার্মে চাকরি লাভ করেন। সেখানে একই পদমর্যাদার পুরবষ সহকর্মী অপেবা তাকে কম আর্থিক সুবিধাদি দেওয়া হয়। এক পর্যায়ে যোগ্য সম্মান ও প্রাপ্য সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য তিনি কর্তৃপবের সাথে আলোচনা করেন; অবশেষে সফলও হন। সিয়েরা লিওনে কর্মরত বাংলাদেশ পুলিশের সদস্য রিতার ভাই লাভলু এ সত্ববাদ জেনে অত্যন্ত খুশি হন এবং তিনি বোনকে অভিনন্দন জানান।

- ক. 'লীগ অব নেশনস' কতো সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?
- খ. জাতিসংঘের বিতর্ক সভা বলতে কী বোঝায়?
- গ. রিতার মতো নারীর অধিকার আদায়ে জাতিসংঘের কোন অঙ্গ সংস্থা কাজ করছে? ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. রিতার ভাই লাভলু দেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বেরে অবদান রেখে চলেছেন— তোমার উত্তরের স্পবের যুক্তি দেখাও।

ক 'লীগ অব নেশনস' ১৯২০ সালের ১০ জানুয়ারি প্রতিষ্ঠিত হয়।

খ জাতিসংঘের সকল সদস্য রাষ্ট্র নিয়ে সাধারণ পরিষদ গঠিত। একে 'বিতর্ক সভা' বলে অভিহিত করা যায়। অর্থাৎ জাতি সংঘের বিতর্ক সভা বলতে সাধারণ পরিষদকে বোঝায়।

গ রিতার মতো নারীর অধিকার আদায়ে জাতিসংঘের নারী উন্নয়ন তহবিল বা ইউনিফেম অঙ্গ সংস্থাটি কাজ করছে। উদ্দীপকে বর্ণিত গৃহবধু রিতা উচ্চ শিবিত। তা সত্ত্বেও পরিবারের পব থেকে তাকে কোনো কর্মবেরে যোগদানের অনুমতি দেওয়া হয়নি। অনেক যুক্তি ও সত্থামের পর তিনি একটি প্রাইভেট ফার্মে চাকরি লাভ করেন। সেখানে একই পদমর্যাদার পুরবষ সহকর্মী অপেবা তাকে কম আর্থিক সুবিধাদি দেওয়া হয়। একপর্যায়ে যোগ্য সম্মান ও প্রাপ্য সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য তিনি কর্তৃপবের সাথে আলোচনা করেন, অবশেষে সফল হন। রিতার মতো নারীর এরূ প অধিকার আদায়ে জাতিসংঘের নারী উন্নয়ন তহবিল বা ইউনিফেম অঙ্গ সংস্থাটি কাজ করছে। ইউনিফেম বাংলাদেশে নারীদের উন্নয়নে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি পালন করছে। নারীদের বিভিন্ন ধরনের অধিকার আদায় এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে তাদের সম্পৃক্ত করছে। বাংলাদেশের নারীদের নিরাপদ শ্রম অভিবাসনসহ বিভিন্ন ইস্যুতে এ সংস্থা কাজ করছে। সুতরাং বলা যায়, বাংলাদেশের নারীদের অধিকার আদায়ে ইউনিফেম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত রিতার ভাই লাভলু দেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বেরে অবদান রেখে চলেছেন বলে আমি মনে করি। রিতার ভাই লাভলু সিয়েরা লিওনে কর্মরত বাংলাদেশ পুলিশের সদস্য। রিতার ভাইয়ের মতো ১১,০০০-এর বেশি বাংলাদেশি সৈন্য বিশ্বের ১১টি দেশে জাতিসংঘের অধীনে শান্তিরবী, শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজ করে যাচ্ছেন। আফ্রিকার দেশগুলোতে বাংলাদেশি সৈন্যদের অতৃত্পূর্ব সাফল্য সেই দেশগুলোতে তথা সারাবিশ্বে বাংলাদেশের গ্রহণযোগ্যতা অনেক বৃদ্ধি করেছে। বাংলাদেশ পেয়েছে বিশ্বব্যাপী পরিচিতি। বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠার মডেল হিসেবে এবং শান্তিপ্রিয় জাতি হিসেবে বাংলাদেশ পরিচিতি পেয়েছে। বাংলাদেশি সৈন্যরা আফ্রিকা, এশিয়ার দেশগুলোতে যুদ্ধবধেদুই দুই বা ততোধিক সশস্ত্র গেরিলা গোষ্ঠীর মাঝে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত দবতার সাথে অস্ত্র বিরতি পর্যববণ করেছে, শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজ করেছে। বাংলাদেশের শান্তিরবী বাহিনী তাদের প্রাণ বিসর্জন করে দেশের মর্যাদা, গৌরব উন্নত করেছে এবং বিশ্বশান্তি রবায় রেখেছে এক নজিরবিহীন অনন্য অবদান। যেহেতু লাভলু জাতিসংঘ শান্তিরবী



বাহিনীর একজন সদস্য সেবেত্রে তিনিও দেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছেন।

■ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১১ ৥ সিয়েরা লিওনে বাংলা ভাষা দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা পেয়েছে কেন?
উত্তর : বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠার মডেল হিসেবে এবং শান্তিপ্ৰিয় জাতি হিসেবে বাংলাদেশি সৈন্যরা তাদের অনন্য অবদানের জন্য সিয়েরা লিওনে শুধু গ্রহণযোগ্যতা নয়, পেয়েছেন স্থানীয় মানুষের ভালোবাসা, শ্রদ্ধা। এ ভালোবাসার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা ভাষা পেয়েছে সেই দেশের দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা।

প্রশ্ন ১২ ৥ ভেটো কী?

উত্তর : পাঁচটি স্থায়ী সদস্য ও ১০টি অস্থায়ী সদস্য মোট ১৫টি সদস্য রাষ্ট্র নিয়ে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ গঠিত। স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্রগুলোর ভেটো বমতা রয়েছে। ভেটো হচ্ছে কোনো প্রস্তাব নাকচ করে দেওয়ার বমতা। অর্থাৎ কোনো প্রস্তাবে এদের কেউ দ্বিমত পোষণ করলে সে প্রস্তাব আর অনুমোদিত হয় না।

■ বর্ণনামূলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১১ ৥ জাতিসংঘ সৃষ্টির প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : গত শতকের প্রথম দিকে (১৯১৪-১৯১৯) এবং ৪০ এর দশকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-১৯৪৫) সংঘটিত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে ১৯২০ সালের ১০ জানুয়ারি বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার লব্ধে “লীগ অব নেশনস” সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু “লীগ অব নেশনস” এর সাংগঠনিক দুর্বলতা ও অন্যান্য কারণে বিশ্বশান্তি বিধানে তা ব্যর্থ হয়। ১৯৩৯ সালে

পুনরায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসলীলা পৃথিবীকে গ্রাস করে। বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা বিশ্ব বিবেককে ভীষণ শক্তিকর করে তোলে এবং নাড়া দেয়।

এ প্রেক্ষাপটে বিশ্বের তৎকালীন নেতৃবৃন্দ বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানের জন্য আরেকটি নতুন আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। এরপর ১৯৪৩ সালে তেহরানে ও মস্কোতে ৪টি প্রধান শক্তির মধ্যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ও ফ্রান্সের সম্মিলিত উদ্যোগে জাতিসংঘ গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অবশেষে ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর আনুষ্ঠানিকভাবে জাতিসংঘ আত্মপ্রকাশ করে।

প্রশ্ন ১২ ৥ বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের অবদান মূল্যায়ন কর।

উত্তর : বাংলাদেশে জাতিসংঘের সবকটি অঙ্গসংস্থার মিশন আছে। জাতিসংঘের ১৩৬তম সদস্য দেশ বাংলাদেশ সবসময়ই জাতিসংঘের বিশেষ নজর পেয়ে থাকে। জাতিসংঘে বাংলাদেশের আর্থিক অবদান কম হলেও বাংলাদেশের সৈন্যরা প্রাণ উৎসর্গ করে শান্তিরবা মিশন পরিচালনায় কার্যকরী ভূমিকা পালন করেন। এছাড়া জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করার পর থেকে বাংলাদেশ এই বিশ্বসংস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বিবাদের শান্তিপূর্ণ মীমাংসায় জাতিসংঘ ঘোষিত নীতি অনুসরণ করে বাংলাদেশ ভারতের সাথে গজার পানিবন্টন সমস্যা এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানে সফল হয়েছে। বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে দরিদ্র কিন্তু তার আছে বিশাল জনগোষ্ঠী। এই বিশাল জনগোষ্ঠীর প্রশিক্ষিত বাহিনী বিশ্বশান্তি রবার জন্য জাতিসংঘের মাধ্যমে অবদান রাখছে। উন্নত দেশগুলো টাকা দিয়ে জাতিসংঘে অবদান রাখছে আর বাংলাদেশের সেনাবাহিনী, পুলিশ বাহিনী, তাদের প্রাণ বিসর্জন দিয়ে বিশ্বশান্তি রবায় অনন্য অবদান রাখছে।

🎯 বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

■ গুরুত্বপূর্ণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

- প্রথম বিশ্ব নারী সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?
 (a) বেইজিং (b) নাইরোবি
 (c) কোপেনহেগেন (d) মেক্সিকো
- কোনটিকে জাতিসংঘের ‘বিতর্কসভা’ বলে অভিহিত কর হয়?
 (a) অছি পরিষদ (b) আন্তর্জাতিক আদালত
 (c) নিরাপত্তা পরিষদ (d) সাধারণ পরিষদ
- তৃতীয় বিশ্ব নারী সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?
 (a) বেইজিং (b) মেক্সিকো
 (c) জেনেভা (d) নাইরোবি
- জাতিসংঘের প্রধান অঙ্গ কয়টি?
 (a) ৩টি (b) ৪টি (c) ৫টি (d) ৬টি
- বাংলাদেশ কততম সদস্য হিসেবে জাতিসংঘের অন্তর্ভুক্ত হয়?
 (a) ১৩০তম (b) ১৩৪তম (c) ১৩৬তম (d) ১৩৮তম
- জাতিসংঘ দিবস কোনটি?
 (a) ২৪ মার্চ (b) ২৪ জুন (c) ২৪ আগস্ট (d) ২৪ অক্টোবর
- “নারী চোখে বিশ্ব দেখুন”—বোম্বাটি কততম নারী সম্মেলনে ছিল?
 (a) ১ম (b) ২য় (c) ৩য় (d) ৪র্থ
- কোন দেশের ব্যস্ততম সড়কের নাম “বাংলাদেশ সড়ক”?
 (a) আইভরি কোস্ট (b) সিয়েরালিওন
 (c) ইথ্যোপিয়া (d) কিউবা
- নারীদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে কাজ করছে কোন অঙ্গ সংস্থা?
 (a) UNDP (b) UNICEF (c) UNHCR (d) UNIFEM
- ‘বিতর্ক সভা’ এর অপর নাম কী?
 (a) জাতিসংঘ সচিবালয় (b) অছি সচিবালয়



- নিরাপত্তা পরিষদ (a) সাধারণ পরিষদ
- UNICEF কি উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে কাজ করছে?
 (a) শিবা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির উন্নয়নের লব্ধে
 (b) সুবিধাবঞ্চিত শিশু ও মেয়ে শিশুদের মৌলিক অধিকার আদায়ের লব্ধে
 (c) বিশাল জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিশ্চিতকরণের জন্য
 (d) বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য
- বিশ্বশান্তি রবাকারী প্রতিষ্ঠান কোনটি?
 (a) WHO (b) FAO (c) EU (d) UNO
- জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্রগুলো কী কী?
 (a) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া ও চীন
 (b) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, জার্মানি, ফ্রান্স ও চীন
 (c) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট ব্রিটেন, জার্মানি, ফ্রান্স ও চীন
 (d) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, জার্মানি, চীন ও জাপান
- কোন সংস্থা আন্তর্জাতিক আদালতের বিচারক নির্বাচন করে?
 (a) সাধারণ পরিষদ (b) সামাজিক পরিষদ
 (c) নিরাপত্তা পরিষদ (d) অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ
- কোন সালে নারী দিবস ঘোষিত হয়েছিল?
 (a) ১৯৭০ (b) ১৯৭৩ (c) ১৯৭৫ (d) ১৯৭৯
- কোন তারিখে জাতিসংঘ দিবস উদযাপিত হয়?
 (a) ২৪ অক্টোবর (b) ২৪ নভেম্বর (c) ২৪ ডিসেম্বর (d) ৩০ ডিসেম্বর
- বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বাংলাদেশে কাজ করছে—
 (a) স্বাস্থ্য শিবার বেত্রে (b) পোলিও নিবারণের বেত্রে
 (c) এইডস নিবারণের জন্য (d) নারীস্বাস্থ্য নিয়ে
- বাংলাদেশের নারীদের নিরাপদ শ্রম অভিবাসনসহ বিভিন্ন ইস্যুতে জাতিসংঘের কোন অঙ্গ সংস্থাটি কাজ করছে?
 (a) ইউএনডিপি (b) ইউনিসেফ (c) ডব্লিউএইচও (d) ইউনিফেম
- আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের সদর দপ্তর কোন শহরে অবস্থিত?

২০. “লীগ অব নেশনস” গঠিত হয়েছিল কত সালে?
 ১৯৪১ ● ১৯২০ ১৯৩৯ ১৯৪৫
২১. বর্তমানে বিশ্বের কতটি দেশ জাতিসংঘের সদস্য? [কৃ. বো. '১৫]
 ১৯২ ● ১৯৩ ১৯৪ ১৯৫
২২. কোন দেশের অন্যতম ব্যস্ত সড়কের নাম হয়েছে “বাংলাদেশ সড়ক”?
 শ্রীলংকা কানাডা
 আইভরি কোস্ট সিয়েরা লিওন
২৩. বাংলাদেশ জাতিসংঘের কততম সদস্য রাষ্ট্র?
 ১৩৫ ● ১৩৬ ১৩৭ ১৩৮
২৪. “লীগ অব নেশনস” ১৯২০ সালের কত তারিখে প্রতিষ্ঠিত হয়?
 ১০ জানুয়ারি ২০ জানুয়ারি ১০ ফেব্রুয়ারি ২০ ফেব্রুয়ারি
২৫. কোন যুদ্ধের ফলে জাতিসংঘের জন্ম হয়?
 প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ইরাক-ইরান যুদ্ধ
 ভিয়েতনাম যুদ্ধ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ
২৬. বাংলাদেশ ১৯৭৪ সালে একটি সংগঠনের ১৩৬ তম সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়। সংগঠনটির নাম কী?
 ওআইসি (OIC) ন্যাটো (NATO)
 সার্ক (SAARC) ইউএন (UN)
২৭. ‘?’ স্থানে কী হবে?
 আশিয়ান সাপটা
 লীগ অব নেশনস জাতিসংঘ
২৮. লীগ ও নেশনস কেন গঠন করা হয়?
 নতুন রাজনীতি সৃষ্টির লব্ধে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার লব্ধে
 বিশ্বে একটি সরকার গঠনের জন্য সকল মানুষকে একত্রিত করার জন্য
২৯. জাতিসংঘের প্রধান অঙ্গ কয়টি?
 তিন চার ● পাঁচ ছয়
৩০. জাতিসংঘের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিশালী শাখা কোনটি?
 সাধারণ পরিষদ অছি পরিষদ
 নিরাপত্তা পরিষদ অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ
৩১. ভেটো বমতাসম্পন্ন বৃহৎ শক্তির রাষ্ট্রের সংখ্যা কয়টি?
 ৪ ● ৫ ৬ ১৫
৩২. দুই দেশের বিবাদ মীমাংসা, সীমানা সংক্রান্ত সমস্যা নিরসন করবে জাতিসংঘের কোন সংস্থা?
 সাধারণ পরিষদ আন্তর্জাতিক বিচারালয়
 নিরাপত্তা পরিষদ প্রশাসনিক বিভাগ
৩৩. বাংলাদেশ কত সালে জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে?
 ১৯৭৪ ১৯৮০ ১৯৮৪ ১৯৮৬
৩৪. বাংলাদেশ মায়ানমার রোহিঙ্গা ইস্যুতে কোন কর্তৃপক্ষ মধ্যস্থতা করছে?
 [যশোর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
 UNDP UNHCR UNICEF UNIFEM
৩৫. জাতিসংঘের অঙ্গ সংস্থা ইউনিফেম (UNIFEM) বাংলাদেশের কোন ইস্যুতে কাজ করে?
 নারী উন্নয়ন শিশু শিবা
 নারীদের বিবাহ নারীদের পারিবারিক জীবন
৩৬. বাংলাদেশে নারীদের উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে কোন সংস্থাটি?
 UNICEF FAO UNIFEM ILO
৩৭. প্রথম নারী বছর ঘোষণা করা হয় কত সালে?
 ১৯৭৪ ১৯৭৫ ১৯৭৬ ১৯৭৭
৩৮. প্রথম বিশ্ব নারী সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?
 মেক্সিকো কোপেনহেগেন
 নাইজেরিয়া বেইজিং

৩৯. কততম বিশ্ব নারী সম্মেলনের ঘোষণা ছিল নারীর চেয়ে বিশ্ব দেখুন?
 দ্বিতীয় বিশ্ব নারী সম্মেলন চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন
 তৃতীয় বিশ্ব নারী সম্মেলন প্রথম বিশ্ব নারী সম্মেলন
৪০. সিডও সনদে কতটি ধারা আছে? [মতিঝিল মডেল হাই স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]
 ১৪ ১৬ ২৩ ৩০
৪১. জাতিসংঘ কত তারিখে বিশ্ব নারীদিবস হিসেবে ঘোষণা করেছে?
 ৭ মার্চ ৮ মার্চ ৯ মার্চ ১০ মার্চ
৪২. বর্তমানে বাংলাদেশের কত সৈন্য বিভিন্ন দেশে জাতিসংঘের অধীনে শান্তিরক্ষার কাজ করে যাচ্ছে?
 ১০,০০০ এর বেশি ১০,৫০০ এর বেশি
 ১১,০০০ এর বেশি ১২,০০০ এর বেশি
৪৩. কোন দেশে অন্যতম একটি ব্যস্ত সড়কের নাম বাংলাদেশ সড়ক?
 ইথিওপিয়া সিয়েরা লিওন
 আইভরি কোস্ট মালগাছি

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৪৪. জাতিসংঘে বাংলাদেশের অবস্থান দৃঢ় হয়েছে যে কারণে—
 i. বিশ্বশান্তি রবায় আর্থিক অনুদান দিয়ে
 ii. বিশ্বশান্তি রবায় প্রশিক্ষিত বাহিনী দিয়ে
 iii. বিশ্বশান্তি রবায় অস্ত্র বিরতিতে ভূমিকা রেখে
 নিচের কোনটি সঠিক?
 i ও ii ii ও iii i ও iii i, ii ও iii
৪৫. ইউনেস্কো কাজ করে—
 i. বিজ্ঞান ii. সংস্কৃতি
 iii. খাদ্য
 নিচের কোনটি সঠিক?
 i ও ii i ও iii ii ও iii i, ii ও iii
৪৬. লীগ অব নেশনস সৃষ্টির মূল কারণ হলো—
 i. যুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘন
 ii. জাতিগত দ্বন্দ্ব নিরসন
 iii. যুদ্ধের ধ্বংসলীলা থেকে মানুষের মুক্তি
 নিচের কোনটি সঠিক?
 i ও ii i ও iii ii ও iii i, ii ও iii
৪৭. বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশ পরিচিতি পেয়েছে—
 i. উন্নত দেশ হিসেবে
 ii. শান্তিপূর্ণ জাতি হিসেবে
 iii. শান্তিপ্রতিষ্ঠার মডেল হিসেবে
 নিচের কোনটি সঠিক?
 i ও ii i ও iii ii ও iii i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪৮ ও ৪৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
 ক একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা যার কিছু অঙ্গ সংস্থা আছে। খ তেমনই একটি অঙ্গ সংস্থা। খ এর কার্যালয় নেদারল্যান্ডের ‘হেগ’ শহরে অবস্থিত।

৪৮. অঙ্গ অংস্থা ‘খ’ এর প্রকৃত নাম কী?
 নিরাপত্তা পরিষদ আন্তর্জাতিক বিচারালয়
 সাধারণ পরিষদ অছি পরিষদ
৪৯. ‘খ’ একটি অঙ্গ সংস্থা—
 i. যার কাজ হচ্ছে আন্তর্জাতিক বিবাদ মীমাংসা করা
 ii. যাকে জাতিসংঘের প্রশাসনিক বিভাগ বলা হয়
 iii. যা জাতিসংঘের একটি অঙ্গ সংস্থা
 নিচের কোনটি সঠিক?
 i ও iii i, ii ও iii ii ও iii i ও ii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৫০ ও ৫১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
 জনাব ‘ক’ তার এলাকায় জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ গড়ে তোলার জন্য একটি শান্তি সংগঠন গড়ে তোলে।

৫০. উক্ত সংগঠনটির নিচের কোন প্রতিষ্ঠানের সাথে মিল রয়েছে?

- জাতিসংঘ ৳ সার্ক ৳ এফএও ৳ ইউনেস্কো

৫১. উক্ত সংগঠনটির উদ্দেশ্য—

- i. শান্তি নিশ্চিত করা
ii. সকলের স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা
iii. সকল জাতির মধ্যে অর্থনৈতিক, সামাজিক সাংস্কৃতিক সহযোগিতা গড়ে তোলা

নিচের কোনটি সঠিক?

- ৳ i ও ii ৳ i ও iii ৳ ii ও iii ● i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৫২ ও ৫৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

দু প্রতিবেশী ‘ক’ ও ‘খ’ রাষ্ট্রের মধ্যে সমুদ্রসীমা নিয়ে বিরোধ দেখা দিলে ‘ক’ রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক সংস্থার একটি শাখায় আবেদন করে। আবেদনের প্রেক্ষিতে সংস্থাটি বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা করে দেয়।

৫২. দু রাষ্ট্রের বিরোধ মীমাংসা করা আন্তর্জাতিক সংস্থার কোন শাখার কাজ?

- ৳ সাধারণ পরিষদ ৳ নিরাপত্তা পরিষদ
৳ সেক্রেটারিয়েট ● আন্তর্জাতিক আদালত

৫৩. উক্ত শাখার কাজ হলো—

- i. জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলে তা মীমাংসা করা
ii. জাতিসংঘের সদস্যরাষ্ট্রের মধ্যে কোনো চুক্তির প্রেক্ষিতে মামলা হলে তা মীমাংসা করা
iii. জাতিসংঘের সদস্যভুক্ত দেশগুলোর আর্থসামাজিক অবস্থা পরিবর্তন করা

নিচের কোনটি সঠিক?

- i ও ii ৳ i ও iii ৳ ii ও iii ৳ i, ii ও iii

■ অতিরিক্ত বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

➔ ভূমিকা

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৫৪. কোনটি ব্যতীত কোনো মানুষ পূর্ণাঙ্গভাবে বিকশিত হতে পারে না? (জ্ঞান)

- মানবাধিকার ৳ অর্থনৈতিক অধিকার
৳ সামাজিক অধিকার ৳ নৈতিক অধিকার

৫৫. প্রত্যেক মানুষের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় কিছু সুযোগ-সুবিধার অধিকারকে কী বলে? (জ্ঞান)

- ৳ সামাজিক অধিকার ৳ নৈতিক অধিকার
● মানবাধিকার ৳ মৌলিক অধিকার

৫৬. পৃথিবীতে কয়টি বড় যুদ্ধ হয়েছে? (জ্ঞান)

- ২ ৳ ৩ ৳ ৪ ৳ ৫

৫৭. কোন যুদ্ধের ভয়াবহতা মানুষকে শান্তির জন্য অগ্রহী করে তোলে? (জ্ঞান)

- প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ৳ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ
৳ ভিয়েতনাম যুদ্ধ ৳ ইরাক-ইরান যুদ্ধ

৫৮. ‘লীগ অব নেশনস’ কিরূপ প্রতিষ্ঠান ছিল? (জ্ঞান)

- ৳ আঞ্চলিক ● আন্তর্জাতিক
৳ জাতীয় ৳ রাজনৈতিক

৫৯. পৃথিবীর ইতিহাসে কোন যুদ্ধটি সবচেয়ে কলঙ্কিত ও বিতর্কিত ছিল? (জ্ঞান)

- ৳ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ● দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ
৳ ভিয়েতনাম যুদ্ধ ৳ ইরাক-ইরান যুদ্ধ

৬০. নারীর অবস্থান উন্নয়নে ‘X’ নামক প্রতিষ্ঠানের অনেক ভূমিকা রয়েছে। ‘X’ প্রতিষ্ঠানের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ প্রতিষ্ঠান কোনটি? (প্রয়োগ)

- ৳ ওআইসি ৳ সার্ক ৳ ন্যাটো ● জাতিসংঘ

➔ জাতিসংঘ সৃষ্টির পটভূমি

- বিশ শতকের ইতিহাসে পৃথিবী জুড়ে ঘটে গেছে— দুটি বিশ্বযুদ্ধ।
- প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়কাল হলো— ১৯১৪-১৯১৯
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কাল হলো— ১৯৩৯-১৯৪৫
- ‘লীগ অব নেশনস’ গড়ে ওঠে— ১৯২০ সালের ১০ জানুয়ারি।

At a Glance

- জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়— ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর।
- জাতিসংঘ দিবস হিসেবে পালিত হয় প্রতি বছর— ২৪ অক্টোবর তারিখে।
- জাতিসংঘের মূল উদ্দেশ্য— আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
- নিরাপত্তা পরিষদ গঠিত হয়— ৫টি স্থায়ী ও ১০টি অস্থায়ী সদস্য রাষ্ট্র নিয়ে।
- বর্তমানে জাতিসংঘের সদস্য সংখ্যা— ১৯৩টি।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৬১. পৃথিবী জুড়ে দুটি বিশ্বযুদ্ধ ঘটে গেছে কোন শতাব্দীতে? (জ্ঞান)

- ৳ অষ্টাদশ ৳ ঊনবিংশ ● বিংশ ৳ একবিংশ

৬২. প্রথম বিশ্বযুদ্ধের স্থায়ীত্বকাল কত বছর ছিল? (অনুধাবন)

- ৳ ৪ ● ৫ ৳ ৬ ৳ ৭

৬৩. লীগ অব নেশনস কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়? (জ্ঞান)

- ৳ ১৯১৪ ● ১৯২০ ৳ ১৯২৫ ৳ ১৯৩০

৬৪. প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা দেখে কোন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয়? (জ্ঞান)

- লীগ অব নেশনস ৳ জাতিসংঘ
৳ ওআইসি ৳ ন্যাটো

৬৫. শান্তির জন্য প্রতিষ্ঠিত কোন প্রতিষ্ঠানটি চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হয়? (জ্ঞান)

- ৳ আরব লীগ ৳ ওআইসি
৳ ন্যাটো ● লীগ অব নেশনস

৬৬. কত সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়? (জ্ঞান)

- ৳ ১৯২০ ● ১৯৩৯ ৳ ১৯৪০ ৳ ১৯৫০

৬৭. লীগ অব নেশনস চূড়ান্তরূপে পে ব্যর্থ হওয়ার ফলে কোনটি হয়? (জ্ঞান)

- ৳ ইরাক-ইরান যুদ্ধ ৳ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরব
● দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরব ৳ ভিয়েতনাম যুদ্ধ শুরব

৬৮. জাতিসংঘের জন্ম হয় কোন যুদ্ধের ফলে? (জ্ঞান)

- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ৳ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ
৳ ভিয়েতনাম যুদ্ধ ৳ উপসাগরীয় যুদ্ধ

৬৯. কয়টি সেক্রেটারিয়েট নিয়ে জাতিসংঘ গঠিত? (জ্ঞান)

- এক ৳ দুই ৳ তিন ৳ চার

৭০. জাতিসংঘের সকল সদস্য রাষ্ট্র নিয়ে কোন পরিষদ গঠিত? (জ্ঞান)

- ৳ নিরাপত্তা ৳ অছি
● সাধারণ ৳ আন্তর্জাতিক বিচারালয়

৭১. জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য রাষ্ট্র কয়টি? (জ্ঞান)

- ৳ ৫ ৳ ১০ ● ১৫ ৳ ২০

৭২. জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে কয়টি অস্থায়ী সদস্য রাষ্ট্র রয়েছে? (জ্ঞান)

- ৳ ৫ ৳ ৭ ৳ ৮ ● ১০

৭৩. কোনো প্রস্তাব নাকচ করে দেওয়ার বমতা আছে জাতিসংঘের কতটি সদস্য রাষ্ট্রের? (জ্ঞান)

- ৫ ৳ ৬ ৳ ৭ ৳ ৮

৭৪. ইরানের ওপর বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা আরোপের বেগে প্রায় সকল দেশের সমর্থন পাওয়ার পরও রাশিয়া বিরোধিতা করায় তা কার্যকর হয়নি। এ বমতাকে কী নামে আখ্যায়িত করা যায়? (প্রয়োগ)

- ৳ চরম ৳ সামরিক ● ভেটো ৳ সার্বভৌম

৭৫. উত্তর সুদান ও দক্ষিণ সুদানের মধ্যে সীমানা সংক্রান্ত সমস্যা রয়েছে। সমস্যা নিরসন করবে জাতিসংঘের কোন সংস্থা? (প্রয়োগ)

- আন্তর্জাতিক বিচারালয় ৳ নিরাপত্তা পরিষদ
৳ সাধারণ পরিষদ ৳ সেক্রেটারিয়েট বা প্রশাসনিক বিভাগ

৭৬. আন্তর্জাতিক বিবাদ মীমাংসার কাজ করে কোন পরিষদ? (জ্ঞান)

- ৳ নিরাপত্তা পরিষদ ৳ অছি পরিষদ
● আন্তর্জাতিক বিচারালয় ৳ সাধারণ পরিষদ

৭৭. আন্তর্জাতিক আদালতের কার্যালয় কোথায় অবস্থিত? (জ্ঞান)

- ৳ ওয়াশিংটন ৳ নিউইয়র্ক ● হেগ ৳ জেনেভা

৭৮. কোনটি জাতিসংঘের প্রশাসনিক বিভাগ? (জ্ঞান)

- ৳ অছি পরিষদ ৳ নিরাপত্তা পরিষদ
৳ সাধারণ পরিষদ ● সেক্রেটারিয়েট

৭৯. জাতিসংঘের সদর দপ্তর কোথায়? (জ্ঞান)

৮০.	বিশ্বের শান্তিকামী দেশ কীভাবে জাতিসংঘের সদস্য হতে পারে? (অনুধাবন)	৬০ ক্যালিফোর্নিয়া ৬১ লন্ডন ৬২ নিউইয়র্ক ৬৩ প্যারিস ৬৪ অছি পরিষদের মাধ্যমে ৬৫ প্রশাসনিক বিভাগের মাধ্যমে ৬৬ ওআইসির সদস্যপদ লাভ করে ৬৭ জাতিসংঘ সনদের নিয়মকানুন মেনে চলার মাধ্যমে
৮১.	বর্তমানে বিশ্বের কতটি দেশ জাতিসংঘের সদস্য? (জ্ঞান)	৬৮ ১৫০ ৬৯ ১৭৩ ৭০ ১৮৫ ৭১ ১৯৩
৮২.	বাংলাদেশ জাতিসংঘের কততম সদস্য? (জ্ঞান)	৭২ ১২০ ৭৩ ১৩০ ৭৪ ১৩৬ ৭৫ ১৫৬

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৮৩.	দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে লব লব মানুষ— (অনুধাবন)	i. আহত হয় ii. নিহত হয় iii. পজুত্ববরণ করে নিচের কোনটি সঠিক? ৮৪. যুদ্ধ ডেকে আনে মানবজাতির জন্য অবর্ণনীয়— (অনুধাবন) i. দুঃখ ii. কষ্ট iii. আহাজারি নিচের কোনটি সঠিক? ৮৫. মানব সভ্যতার ইতিহাসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ছিল সবচেয়ে— (অনুধাবন) i. আনন্দময় অধ্যায় ii. কলঙ্কিত অধ্যায় iii. বিতর্কিত অধ্যায় নিচের কোনটি সঠিক? ৮৬. নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্র— (অনুধাবন) i. চীন ii. ফ্রান্স iii. জার্মানি নিচের কোনটি সঠিক? ৮৭. জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার প্রেরণাট হলো— (অনুধাবন) i. 'লীগ অব নেশনস'-এর ব্যর্থতা ii. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা iii. ওআইসির ব্যর্থতা নিচের কোনটি সঠিক? ৮৮. জাতিসংঘের প্রধান অঙ্গের অন্তর্ভুক্ত— (অনুধাবন) i. নিরাপত্তা পরিষদ ii. অছি পরিষদ iii. তত্ত্বাবধায়ক পরিষদ নিচের কোনটি সঠিক? ৮৯. জাতিসংঘের উদ্দেশ্যসমূহ হলো— (অনুধাবন) i. সকল জাতির মধ্যে সহযোগিতা গড়ে তোলা ii. আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান নিশ্চিত করা iii. মৌলিক অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ গড়ে তোলা নিচের কোনটি সঠিক?
-----	--	--

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৯০, ৯১ ও ৯২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
 মাহি ছোট চাচা আর্মি অফিসার হওয়ায় তিনি জাতিসংঘ শান্তিমিশনে আফ্রিকার ঘটনায় এক বছর কর্মরত ছিলেন। তিনি দায়িত্বকাল শেষে দেখে ফিরে আসায়

৯০.	মাহির চাচার বর্ণনার আলোকে জাতিসংঘ গঠনের উদ্দেশ্য কী? (প্রয়োগ)	৯০. বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা ৯১. যুদ্ধ প্রতিরোধ করা ৯২. শুধুমাত্র আমেরিকায় শান্তি স্থাপন করা ৯৩. খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত
৯১.	মাহির চাচা জাতিসংঘের কোন পরিষদের অধীনে সফলভাবে দায়িত্ব পালন করেন? (প্রয়োগ)	৯১. নিরাপত্তা পরিষদ ৯২. অছি পরিষদ ৯৩. সাধারণ পরিষদ ৯৪. শান্তি পরিষদ
৯২.	মাহির চাচার মতে, জাতিসংঘ যেসব বেত্রে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে— (উচ্চতর দর্শন)	i. আন্তর্জাতিক উন্নতিতে ii. প্রগতির বেত্রে iii. সংহতি প্রতিষ্ঠায় নিচের কোনটি সঠিক? ৯৩. i ও ii ৯৪. i ও iii ৯৫. ii ও iii ৯৬. i, ii ও iii

বাংলাদেশে জাতিসংঘের ভূমিকা বা কার্যক্রম

At a Glance

- বাংলাদেশ হলো জাতিসংঘের— ১৩৬তম সদস্য দেশ।
- জাতিসংঘের ৪ জন মহাসচিব বাংলাদেশ সফর করেছেন— ৫ বার।
- জাতিসংঘের কার্যপ্রণালিতে বাংলা ভাষার ব্যবহার হচ্ছে— ১৯৮৪ সাল থেকে।
- জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৪১তম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন— হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী।
- বাংলাদেশের সৈন্যরা প্রাণ উৎসর্গ করে কার্যকরী ভূমিকা পালন করছে— শান্তিরবা মিশন পরিচালনায়।
- ২০১৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশে ইউএনডিপি মিলেনিয়াম লক্ষ্যমাত্রা— ৮টি।
- বাংলাদেশের শিবা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করছে— ইউনেস্কো।
- আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণা পত্র জারি হয়— ১৯৪৮ সালে।
- বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সংবিষ্ট ইংরেজি ব্লু প হলো— WHO।
- বাংলাদেশের জনসংখ্যা পরিস্থিতি উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে— UNFPA.

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৯৩.	বাংলাদেশের আর্থসামাজিক অবস্থা পরিবর্তনের জন্য কোন সংস্থা কাজ করেছে? (জ্ঞান)	৯৩. কমনওয়েলথ ৯৪. আসিয়ান ৯৫. জাতিসংঘ ৯৬. ওআইসি
৯৪.	জাতিসংঘের কতজন মহাসচিব বাংলাদেশ সফর করেছেন? (জ্ঞান)	৯৪. ৪ ৯৫. ৫ ৯৬. ৬ ৯৭. ৭
৯৫.	জাতিসংঘের মহাসচিব কতবার বাংলাদেশ সফর করে গেছেন? (জ্ঞান)	৯৫. ৬ ৯৬. ৫ ৯৭. ৪ ৯৮. ৩
৯৬.	জাতিসংঘের কার্যাবলিতে বাংলা ভাষার ব্যবহার শুরুর হয় কত সাল থেকে? (জ্ঞান)	৯৬. ১৯৮০ ৯৭. ১৯৮৪ ৯৮. ১৯৮৮ ৯৯. ১৯৯০
৯৭.	১৯৮৬ সালে হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী বাংলাদেশের কোন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ছিলেন? (জ্ঞান)	৯৭. পাট ৯৮. স্বরাষ্ট্র ৯৯. পররাষ্ট্র ১০০. আইন
৯৮.	জাতিসংঘের কততম অধিবেশনে হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী সাধারণ পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হন? (জ্ঞান)	৯৮. ৪১তম ৯৯. ৪২তম ১০০. ৪৩তম ১০১. ৪৪তম
৯৯.	জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচিকে সংক্ষেপে কী বলা হয়? (জ্ঞান)	৯৯. ইউনিসেফ ১০০. ইউএনডিপি ১০১. ইউনেস্কো ১০২. এফএও
১০০.	কোনটি বাংলাদেশের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নে দেশব্যাপী অসংখ্য কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে? (জ্ঞান)	১০০. ইউএনডিপি ১০১. ইউনিসেফ ১০২. ইউনেস্কো ১০৩. এফএও
১০১.	২০১৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশে UNDP মিলেনিয়াম উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা কতটি? (জ্ঞান)	১০১. ৮ ১০২. ৯ ১০৩. ১০ ১০৪. ১১
১০২.	ইউনিসেফ দ্বারা কোনটিকে বোঝানো হয়? (জ্ঞান)	১০২. জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি ১০৩. বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা ১০৪. জাতিসংঘ শিশু তহবিল ১০৫. জাতিসংঘ নারী উন্নয়ন তহবিল

১০৩. দেশের সুবিধাবঞ্চিত শিশু ও মেয়ে শিশুদের মৌলিক অধিকার আদায়ের লব্ধে কাজ করছে কোন সংস্থা? (জ্ঞান)
 ③ ইউনিফেম ④ ইউএনডিপি ⑤ ইউনিসেফ ⑥ এফএও
১০৪. বাংলাদেশের শিবা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি উন্নয়নের লব্ধে জাতিসংঘের কোন সংস্থাটি কাজ করছে? (জ্ঞান)
 ● ইউনেস্কো ③ ইউনিসেফ
 ④ এফএও ⑤ ইউনিফেম
১০৫. বাংলাদেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিশ্চিত করার জন্য জাতিসংঘের কোন সংস্থা কাজ করছে? (জ্ঞান)
 ③ ইউনিসেফ ④ ইউএনডিপি ⑤ ইউনিফেম ● এফএও
১০৬. বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার সংবিধিত রু প কী? (জ্ঞান)
 ③ UNHCR ④ UNDP ⑤ UNICEF ● WHO
১০৭. বাংলাদেশের পোলিও নিবারণের জন্য শিশুদেরকে বিভিন্ন ধরনের ওষুধ খাওয়াচ্ছে কোন সংস্থা? (জ্ঞান)
 ● ডবিরউএইচও ③ ইউএনএইচসিআর
 ④ ইউনিফেম ⑤ ইউনিসেফ
১০৮. উদাসত্ববিষয়ক জাতিসংঘ হাইকমিশনারের কার্যালয়ের সংবিধিত রু প কী? (জ্ঞান)
 ③ ইউনিফেম ④ ডবিরউএইচও
 ● ইউএনএইচসিআর ⑤ ইউনিফেম
১০৯. বাংলাদেশের জনসংখ্যা পরিস্থিতি উন্নয়নে জাতিসংঘের কোন সংস্থাটি কাজ করছে? (অনুধাবন)
 ③ ডবিরউএইচও ④ এফএও
 ⑤ ইউনিফেম ● ইউএনএফপিএ

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১১০. জাতিসংঘ ঘোষিত নীতি অনুসরণ করে বাংলাদেশ সফল হয়েছে— (অনুধাবন)
 i. ভারতের সঙ্গে দীর্ঘ গঞ্জার পানি বন্টন সমস্যা সমাধানে
 ii. ভারতের সঙ্গে সীমান্ত সমস্যা সমাধানে
 iii. পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সূর্য সমাধানে
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ③ i ও ii ● i ও iii ④ ii ও iii ⑤ i, ii ও iii
১১১. জাতিসংঘের বিশেষ সংস্থাপুত্রের বেধে প্রযোজ্য তথ্য হলো— (উচ্চতর দরতা)
 i. ইউনিসেফ বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির উন্নয়ন করে
 ii. 'WHO' স্বাস্থ্যের উন্নয়নে কাজ করে
 iii. 'FAO' খাদ্য ও কৃষির উন্নয়নে কাজ করে
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ③ i ও ii ④ i ও iii ● ii ও iii ⑤ i, ii ও iii
১১২. সিডর বতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনে বিশ্ব খাদ্যসংস্থা যেসব বেধে সহায়তা দিতে পারে— (প্রয়োগ)
 i. খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ
 ii. বতিগ্রস্ত চাষিদের কৃষি সহায়তা
 iii. বতিগ্রস্ত এলাকায় টিকাদান
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ● i ও ii ④ i ও iii ⑤ ii ও iii ⑥ i, ii ও iii
১১৩. ফাও-এর বিশেষিত রু প হলো জাতিসংঘের— (অনুধাবন)
 i. খাদ্য সংস্থা ii. স্বাস্থ্য সংস্থা
 iii. কৃষি সংস্থা
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ③ i ও ii ● i ও iii ④ ii ও iii ⑤ i, ii ও iii
১১৪. ইউএনএইচসিআর বাংলাদেশে অবদান রেখেছে— (অনুধাবন)
 i. শরণার্থীদের কর্মসংস্থানে
 ii. বিশাল শরণার্থী পালনের খরচে
 iii. বিহারি জনগোষ্ঠীর আবাসনে
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ③ i ও ii ④ i ও iii ● ii ও iii ⑤ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

- নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১১৫ ও ১১৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
 ইতান গত বছর একটি আন্তর্জাতিক সংস্থায় যোগদান করেছেন। সম্প্রতি তিনি আফগানিস্তানে বদলি হয়েছেন। স্বাস্থ্যসম্পর্কিত বিভিন্ন পরিচালনা করছেন।
১১৫. অনুচ্ছেদে উল্লিখিত সংস্থাটির নাম কী? (প্রয়োগ)
 ③ ইউনিফেম (UNICEF) ④ এফএও (FAO)
 ⑤ ইউনিফেম (UNIFEM) ⑥ ডবিরউএইচও (WHO)
১১৬. উক্ত সংস্থাটির কাজ হলো — (উচ্চতর দরতা) [ব. বো. '১৫]

- i. রোগ প্রতিরোধক কর্মসূচি পালন ii. শিশু শ্রম বন্ধ করা
 iii. পুষ্টিহীনতা দূর করা
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ● i ও ii ④ i ও iii ⑤ ii ও iii ⑥ i, ii ও iii

নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণে জাতিসংঘের ভূমিকা

At a Glance

- মানবপাচার ও পতিতাবৃত্তি অবসানের জন্য জাতিসংঘ সনদ অনুমোদন হয়— ১৯৪৯ সাল।
- বিবাহিত নারীর জাতীয়তা সংরক্ষণ ও পরিবর্তন সংক্রান্ত অনুমোদন— ১৯৫৭ সাল।
- বিয়ের ন্যূনতম বয়স ও রেজিস্ট্রেশন ফরম সনদ— ১৯৬২ সাল।
- মেস্কিকোতে প্রথম বিশ্বনারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়— ১৯৭৫ সালে।
- কোপেনহেগেনে দ্বিতীয় বিশ্ব নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়— ১৯৮০ সালে।
- ১৯৮১ সালে কার্যকর করা হয়— সিডও সনদ।
- বেইজিং পরাসফাইভ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়— ২০০০ সালে।
- সিডও সনদ সমর্থন করছে— বাংলাদেশসহ মোট ১৩২টি দেশ।
- নারীর অধিকারের পূর্ণাঙ্গা দলিল হলো— সিডও সনদ।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১১৭. কত সালে জাতিসংঘ মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র দেয়? (জ্ঞান)
 ③ ১৯৪২ ● ১৯৪৮ ④ ১৯৫০ ⑤ ১৯৬০
১১৮. কত সালে মানব পাচার দমন ও পতিতাবৃত্তি অবসানের জন্য জাতিসংঘ সনদ অনুমোদন করে? (জ্ঞান)
 ③ ১৯৪৫ ④ ১৯৪৭ ● ১৯৪৯ ⑤ ১৯৫১
১১৯. জাতিসংঘ নারীর নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অধিকার স্বীকৃত হয় কত সালে? (জ্ঞান)
 ● ১৯৫২ ④ ১৯৫৪ ⑤ ১৯৫৭ ⑥ ১৯৬০
১২০. জাতিসংঘ বিয়ের ন্যূনতম বয়স ও রেজিস্ট্রেশন ফরম সনদ কত সালে অনুমোদিত হয়? (জ্ঞান)
 ③ ১৯৫২ ④ ১৯৫৭ ⑤ ১৯৬০ ● ১৯৬২
১২১. ১৯৭৬-১৯৮৫ সালকে কী ঘোষণা করা হয়? (জ্ঞান)
 ③ যুবক দশক ④ বৃদ্ধ দশক ⑤ শিশু দশক ● নারীদশক
১২২. নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ কী নামে পরিচিত? (জ্ঞান)
 ③ ইউনিফেম ④ ইউনিসেফ ● সিডও ⑤ ডবিরউএইচও
১২৩. কোপেনহেগেনে কততম বিশ্ব নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়? (জ্ঞান)
 ③ প্রথম ● দ্বিতীয় ④ তৃতীয় ⑤ চতুর্থ
১২৪. তৃতীয় বিশ্ব নারী সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হয়? (জ্ঞান)
 ③ হেগে ● নাইরোবিতে ④ মেস্কিকোতে ⑤ টোকিওতে
১২৫. পরিবেশ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় নারীর ভূমিকার স্বীকৃতি পায় যে সম্মেলনে সেটি কোথায় অনুষ্ঠিত হয়? (জ্ঞান)
 ● রিওডি জেনেরোতে ④ ভিয়েনায়
 ⑤ বেইজিংয়ে ⑥ কোপেনহেগেন
১২৬. কোন সম্মেলনে নারীর অধিকারকে মানবাধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দান করা হয়? (জ্ঞান)
 ③ দ্বিতীয় বিশ্ব নারী সম্মেলনে ● অস্ট্রিয়ার ভিয়েনার সম্মেলনে
 ④ বেইজিং পরাস ফাইভ সম্মেলনে ⑤ চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে
১২৭. ১৯৯৫ সালে চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হয়? (জ্ঞান)
 ● বেইজিংয়ে ④ লন্ডনে ⑤ বার্লিনে ⑥ জুরিখে
১২৮. “ক” নামক শহরে ১৯৯৫ সালে চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন হয়। ‘ক’ শহরের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ শহর কোনটি? (প্রয়োগ)
 ● বেইজিং ④ মেস্কিকো ⑤ কোপেনহেগেন ⑥ লন্ডন
১২৯. কোন সম্মেলনে বেইজিং কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়? (জ্ঞান)
 ③ ১ম বিশ্ব নারী সম্মেলনে ④ ২য় বিশ্ব নারী সম্মেলনে
 ⑤ ৩য় বিশ্ব নারী সম্মেলনে ● ৪র্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে
১৩০. বেইজিং পরাস ফাইভ সম্মেলন কত সালে অনুষ্ঠিত হয়? (জ্ঞান)
 ③ ১৯৯৩ ④ ১৯৯৭ ● ২০০০ ⑤ ২০০৫
১৩১. বেইজিং পরাস টেন সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হয়? (জ্ঞান)
 ③ বেইজিংয়ে ④ রিওডি জেনেরোতে
 ● নিউইয়র্কে ⑤ মেস্কিকোতে
১৩২. সিডও সনদ কত সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত হয়? (জ্ঞান)
 ③ ১৯৮০ ● ১৯৭৯ ④ ১৯৭৮ ⑤ ১৯৭৭
১৩৩. ১৯৮১ সালে কতটি দেশ সমর্থন করার পর সিডও সনদ কার্যকর হয়? (জ্ঞান)
 ③ ১২ ④ ১৬ ● ২০ ⑤ ২২

১৩৪. বাংলাদেশসহ মোট কতটি দেশ সিডও সনদটি সমর্থন করেছে? (জ্ঞান)
 ● ১৩২ ☐ ১৩১ ☐ ১৩০ ☐ ১২৯
১৩৫. সিডও সনদ ১৯৭৯-এর বেত্রে কোনটি যথার্থ? (উচ্চতর দৰতা)
 ☐ এটি জীবনযাত্রার মানোন্ময়নের চেষ্টা করে
 ☐ এটি আন্তর্জাতিক বিরোধ নিষ্পত্তির চেষ্টা করে
 ● এটি নারীর অধিকারের একটি পূর্ণাঙ্গা দলিল
 ☐ এটি আন্তর্জাতিক বিরোধ নিষ্পত্তির চেষ্টা করে
১৩৬. সিডও সনদ কেন তৈরি করা হয়? (অনুধাবন)
 ☐ শিশু অধিকার রবার জন্য ☐ নারী দিবস উদযাপন করার জন্য
 ● নারী ও পুরুষের সমতার জন্য ☐ নৈতিক অধিকার রবার জন্য
১৩৭. কত সালে আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস পালনের ঘোষণা দেওয়া হয়? (জ্ঞান)
 ● ১৯৯৯ ☐ ২০০০ ☐ ২০০১ ☐ ২০০২
১৩৮. বিশ্বব্যাপী নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পর্ব পালিত হয়— (জ্ঞান)
 ☐ ১৫ নভেম্বর থেকে ১০ ডিসেম্বর ☐ ১৭ নভেম্বর থেকে ২৫ ডিসেম্বর
 ● ২৫ নভেম্বর থেকে ১০ ডিসেম্বর ☐ ১২ নভেম্বর থেকে ২০ ডিসেম্বর

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৩৯. নারীদের কল্যাণে জাতিসংঘ অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে—
 i. বৈজ্ঞানিক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ থেকে বিরত থেকে
 ii. আন্তর্জাতিক প্রটোকল, সেমিনার ও কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে
 iii. কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের পাশাপাশি তা বাস্তবায়ন করে
 নিচের কোনটি সঠিক? (অনুধাবন)
 ☐ i ও ii ☐ ii ও iii ● ii ও iii ☐ i, ii ও iii
১৪০. ১৯৬০ সালে জাতিসংঘ নারীদের বৈষম্য বিলোপ সনদ অনুমোদন করে—
 i. কর্মসংস্থানের বেত্রে ii. পেশাবেত্রে
 iii. শিবাবেত্রে
 নিচের কোনটি সঠিক? (অনুধাবন)
 ● i ও ii ☐ i ও iii ☐ ii ও iii ☐ i, ii ও iii
১৪১. নারীর প্রতি বৈষম্য এবং তাদের অধিকার সঙ্গরপণের জন্য জাতিসংঘ প্রণয়ন করেছে—
 i. আইন ii. সনদ
 iii. কর্মপরিকল্পনা
 নিচের কোনটি সঠিক? (অনুধাবন)
 ☐ i ও ii ☐ i ও iii ☐ ii ও iii ● i, ii ও iii
১৪২. সিডও সনদের বেত্রে প্রযোজ্য—
 i. নারীর প্রতি রাষ্ট্রের দায়িত্বকে নিশ্চিত করে
 ii. নারীর মানবাধিকারের বিষয়টি উল্লেখ আছে
 iii. নারী ও পুরুষের সমতার নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত
 নিচের কোনটি সঠিক? (উচ্চতর দৰতা)
 ☐ i ও ii ☐ i ও iii ☐ ii ও iii ● i, ii ও iii
১৪৩. CEDAW সনদ গৃহীত ও কার্যকর হয় যথাক্রমে—
 i. ১৯৭৯ সালে ii. ১৯৮০ সালে
 iii. ১৯৮১ সালে
 নিচের কোনটি সঠিক? (অনুধাবন)
 ☐ i ও ii ● i ও iii ☐ ii ও iii ☐ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

- নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৪৪ ও ১৪৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
 শুরুর সকালে অনন্যা এফএম (FM) রেডিও শুনছিলেন। রেডিওতে নারী দিবস উপলক্ষে সুন্দর সুন্দর অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হচ্ছিল। অথচ অনন্যা আন্তর্জাতিক নারী দিবস সম্পর্কে জানত না।
১৪৪. অনন্যা বৃহস্পতিবার রেডিও শুনছিল। এখানে বৃহস্পতিবার— (প্রয়োগ)
 i. ৮ মার্চ
 ii. মাসের প্রথম
 iii. জাতিসংঘ ঘোষিত আন্তর্জাতিক দিবস
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ☐ i ও ii ● i ও iii ☐ ii ও iii ☐ i, ii ও iii
১৪৫. এফএম (FM) রেডিওর উক্ত অনুষ্ঠান শোনার ফলে অনন্যার মধ্যে কোন বিষয়ে সচেতনতা পরিলব্ধ হতে পারে? (উচ্চতর দৰতা)
 ● নারী অধিকার ☐ মানবাধিকার
 ☐ মৌলিক অধিকার ☐ শিশু অধিকার

জাতিসংঘে বাংলাদেশের শান্তিরক্ষী বাহিনীর ভূমিকা

At a Glance

- বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে— জাতিসংঘ।
- বর্তমানে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে কাজ করছে— ১১,০০০-এর বেশি বাংলাদেশি সৈন্য।
- বর্তমানে বাংলাদেশের সৈন্য জাতিসংঘের অধীনে কাজ করছে— ১১টি দেশে।
- সিয়েরালিওনে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষার কল্যাণে বাংলাভাষা পেয়েছে— দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা।
- জাতিসংঘের শান্তিরক্ষার কল্যাণে আইভরিকোস্টে রাস্তার নামকরণ করা হয়েছে— বাংলাদেশ সড়ক।
- শান্তিমিশনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পাশাপাশি রয়েছে— পুলিশ বাহিনী।
- জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে এ পর্যন্ত শহিদ হয়েছেন— ৮৮ জন সৈন্য।
- বাংলাদেশি সৈন্যরা শান্তির জন্য— জীবন দিতেও রাজি।
- বাংলাদেশ বিশ্ব শান্তিরক্ষায় অবদান রাখছে— প্রশিবিত সামরিক ও বেসামরিক বাহিনীর মাধ্যমে।
- উন্নত দেশগুলো জাতিসংঘে অবদান রাখছে— অর্থ দিয়ে।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৪৬. বর্তমানে “Y” নামক দেশের ১১,০০০ এর বেশি সাহসী সৈন্য বিশ্বের ১০টি দেশে জাতিসংঘের অধীনে শান্তিরক্ষা ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় কাজ করে যাচ্ছে। “Y” দেশের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে কোন দেশের? (প্রয়োগ)
 ● বাংলাদেশ ☐ ইথ্যোপিয়া ☐ মেক্সিকো ☐ পাকিস্তান
১৪৭. বর্তমানে কতটি দেশে বাংলাদেশি সৈন্যরা জাতিসংঘের অধীনে শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজ করে যাচ্ছে? (জ্ঞান)
 ☐ ১০ ● ১১ ☐ ১২ ☐ ১৩
১৪৮. বাংলাদেশের সৈন্যরা কোন মহাদেশে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে? (জ্ঞান)
 ● আফ্রিকা ☐ ইউরোপ
 ☐ অস্ট্রেলিয়া ☐ উত্তর আমেরিকা
১৪৯. কোন দেশগুলোতে বাংলাদেশি সৈন্যদের সাফল্য সারাবিশ্বে গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করেছে? (জ্ঞান)
 ☐ আমেরিকার ☐ এশিয়ার ● আফ্রিকার ☐ মধ্যপ্রাচ্যের
১৫০. আফ্রিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশি সৈন্যরা গ্রহণযোগ্যতার পাশাপাশি স্থানীয় মানুষের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা পেয়েছে। এর যথার্থ কারণ কোনটি? (উচ্চতর দৰতা)
 ☐ অর্থনৈতিক পরপাতিত্ব ☐ সামাজিক পরপাতিত্ব
 ● রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা ☐ ধর্মীয় পরপাতিত্ব
১৫১. কোন দেশে বাংলা ভাষা দ্বিতীয় রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা পেয়েছে? (জ্ঞান)
 ● সিয়েরা লিওন ☐ আইভরিকোস্ট
 ☐ রাশিয়া ☐ কঙ্গো
১৫২. এখন পর্যন্ত কতজন বাংলাদেশি সৈন্য বিশ্বশান্তির জন্য শহিদ হয়েছেন? (জ্ঞান)
 ● ৮৮ ☐ ৯০ ☐ ৯৮ ☐ ১০০
১৫৩. উন্নত দেশগুলো যেখানে টাকা দিয়ে জাতিসংঘে অবদান রাখছে সেখানে বাংলাদেশ কীভাবে অবদান রাখছে? (অনুধাবন)
 ☐ প্রযুক্তি ব্যবহার করে ● শান্তিরক্ষা বাহিনীর মাধ্যমে
 ☐ বিশাল জনগোষ্ঠীর মাধ্যমে ☐ প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করে

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৫৪. উন্নত দেশগুলো চাঁদা দিয়ে জাতিসংঘে অবদান রাখছে, আর বাংলাদেশ ভূমিকা রাখছে—
 i. শান্তিমিশনে অংশগ্রহণ করে
 ii. শান্তিমিশনের কাজে জীবন বিসর্জন দিয়ে
 iii. দেশের স্বার্থ বিলিয়ে দিয়ে
 নিচের কোনটি সঠিক? (অনুধাবন)
 ● i ও ii ☐ i ও iii ☐ ii ও iii ☐ i, ii ও iii
১৫৫. আফ্রিকা এবং এশিয়ার বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশি সৈন্যরা পেয়েছে স্থানীয় মানুষের—
 i. শ্রদ্ধা ii. ভালোবাসা
 iii. যুগা
 নিচের কোনটি সঠিক? (অনুধাবন)

- i ও ii ④ i ও iii ⑥ ii ও iii ⑧ i, ii ও iii
১৫৬. শান্তিমিশনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পাশাপাশি নিয়োজিত আছেন—
i. পুলিশ বাহিনী ii. র‍্যাব বাহিনী
iii. মহিলা পুলিশ
নিচের কোনটি সঠিক? (অনুধাবন)
③ i ও ii ● i ও iii ⑤ ii ও iii ⑦ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৫৮ ও ১৫৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

আফ্রিকাসহ বিভিন্ন দেশে জাতিগত সংঘাত নিরসনে জাতিসংঘ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ লবো একটি বিশেষ বাহিনী গঠন করে নির্দিষ্ট এলাকার শৃঙ্খলা বিধানের চেষ্টা করেছে।

সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

■ অতিরিক্ত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন- ১ ▶▶

জাতিসংঘে বাংলাদেশের শান্তিরবী বাহিনীর ভূমিকা

মাহি বাংলাদেশের সৈনিকদের নিয়ে নির্মিত একটি প্রতিবেদনের অংশবিশেষ দেখার সুযোগ পায়। সেখানে বলা হয়, আফ্রিকাসহ বিশ্বের বিভিন্ন অংশে সাংঘর্ষিক পরিস্থিতি ও দুর্ঘটনার স্বীকার হয়ে এ পর্যন্ত ৮৮ জন বাংলাদেশি সৈন্য শহিদ হন। মাহি তার বাবার নিকট জানতে চায় বাংলাদেশ এখনও কোনো দেশের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে কিনা। বাবা তাকে বিষয়টি বুঝিয়ে বলেন।

- ক. কোন দেশের একটি সড়কের নাম ‘বাংলাদেশ সড়ক’? ১
খ. নারীর প্রতি বৈষম্য নিরসনে সিডও সনদের গুরুত্ব বর্ণনা কর। ২
গ. উদ্দীপকে যে বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত বৈষম্য বাংলাদেশ নানাভাবে লাভবান হচ্ছে— তুমি কী এর সাথে একমত? ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর ২

ক. আইভরিকোস্টে একটি অন্যতম ব্যস্ত সড়কের নাম ‘বাংলাদেশ সড়ক’।

খ. নারী ও পুরুষের সমতার নীতির ওপর ভিত্তি করে সিডও সনদটি তৈরি করা হয়। নারীর মানবাধিকারের বিষয়টি এখানে উঠে এসেছে। এই সনদে স্বীকার করা হয় যে, বিভিন্ন দেশে নারীর আইনগত অধিকার বলবৎ থাকলেও বৈষম্য রয়েছে এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে নারীর অধিকার খর্ব করার মাধ্যমেই তা করা হয়ে থাকে। তাই এ সনদ নারীর প্রতি রাষ্ট্রের দায়িত্বকে নিশ্চিত করে। এই সনদের ৩০টি ধারার মধ্যে ১৬টি ধারা বৈষম্য বিশ্লেষণ এবং ১৪টি ধারা বৈষম্য বিলোপের উপায় সংক্রান্ত।

গ. উদ্দীপকে জাতিসংঘে বাংলাদেশ শান্তিরবী বাহিনীর ভূমিকার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। বাংলাদেশ একটি শান্তিপ্ৰিয় দেশ। আর জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা হয়েছে বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠার লবোই। তাই স্বভাবতই জাতিসংঘের শান্তি রবা মিশনগুলোতে বাংলাদেশের অবদান ঈর্ষণীয়। বর্তমানে প্রায় ১১,০০০ এর বেশি বাংলাদেশি সৈন্য বিশ্বের ১১টি দেশে জাতিসংঘের অধীনে শান্তিরবী ও শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজ করে যাচ্ছে। জাতিসংঘের শান্তি মিশন সহজ ছিল না। আফ্রিকা, এশিয়ার দেশগুলোতে যুদ্ধবন্দেই দুই বা ততোধিক সশস্ত্র গেরিলা গোষ্ঠীর মাঝে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশি সৈন্যরা অত্যন্ত দরবার সাথে অস্ত্র বিরতি পর্যবেক্ষণ করেছে, শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজ করেছে। এ কাজে এখন পর্যন্ত ৮৮ জন সৈন্য বিশ্বশান্তির জন্য শহিদ হয়েছেন, আহত হয়েছে অনেকে।

১৫৭. অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিশেষ বাহিনী নিচের কোনটিকে নির্দেশ করে? (প্রয়োগ)

- ③ শান্তিবাহিনী ● শান্তিরবী বাহিনী
⑤ জাতিসংঘ বাহিনী ⑦ নিরাপত্তা বাহিনী

১৫৮. উক্ত বাহিনীতে বাংলাদেশের অংশ গ্রহণের ফলে— (উচ্চতর দরতা)

- i. বিশ্বের দরবারে পরিচিতি বেড়েছে
ii. দেশের সম্মান বৃদ্ধি পেয়েছে
iii. দেশের সংস্কৃতির প্রসার হয়েছে

নিচের কোনটি সঠিক?

- ③ i ও ii ⑤ i ও iii ⑦ ii ও iii ● i, ii ও iii

উদ্দীপকে মাহি প্রতিবেদনে এ বিষয়টিই লব করেছে। মূলত বাংলাদেশি সৈন্যরা প্রমাণ করেছে শান্তির জন্য তারা জীবন দিতে ও রাজি।

ঘ. ইয়া, আমি মনে করি বাংলাদেশের বিভিন্ন বিভাগের অন্যরা বিশ্বশান্তি রবী বাহিনীতে কাজ করার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ নানাভাবে লাভবান হচ্ছে। বিশ্বশান্তি রবার বৈষম্য বাংলাদেশের ভূমিকা গৌরবোজ্জ্বল। এবেত্রে আমাদের প্রাপ্তিও অনেক। বাংলাদেশের সেনাবাহিনী, পুলিশ বাহিনীর এককথায় শান্তিরবী বাহিনী তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে এমনকি প্রাণ বিসর্জন দিয়ে দেশের মর্যাদা, গৌরব বৃদ্ধি করেছে এবং বিশ্বশান্তিতে রেখেছে এক নজিরবিহীন অনন্য অবদান। আবার অর্থনৈতিকভাবে দরিদ্র বিশাল জনগোষ্ঠীর বাংলাদেশ বেশ লাভবানও হচ্ছে। আফ্রিকার দেশগুলোতে বাংলাদেশি সৈন্যদের অভূতপূর্ব সাফল্য সেই দেশগুলোতে তথা সারাবিশ্বে বাংলাদেশের গ্রহণযোগ্যতাকে অনেক বৃদ্ধি করেছে। বাংলাদেশ পেয়েছে বিশ্বব্যাপী পরিচিতি। বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠার মডেল হিসেবে এবং শান্তিপ্ৰিয় জাতি হিসেবে বাংলাদেশ পরিচিতি পেয়েছে। আফ্রিকার এবং এশিয়ার বিভিন্ন দেশে রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে অন্যান্য দেশের সৈন্যরা যেখানে গ্রহণযোগ্যতা পাচ্ছিল না সেখানে বাংলাদেশি সৈন্যরা শুধু গ্রহণযোগ্যতা নয়, পেয়েছে স্থানীয় মানুষের ভালোবাসা, শ্রদ্ধা। সিরিয়ালিওনে বাংলা ভাষা পেয়েছে সেই দেশের দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা। আইভরিকোস্ট অন্যতম ব্যস্ত সড়কের নাম হয়েছে ‘বাংলাদেশ সড়ক’। সুতরাং, বিশ্বশান্তি রবার দ্বারা বাংলাদেশ নানাভাবে লাভবান হচ্ছে— তা একবাক্যে বলা যায়।

প্রশ্ন- ২ ▶▶

জাতিসংঘ গঠন ও বাংলাদেশে জাতিসংঘের কার্যক্রম

বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীতে কর্মরত তিন্লির বাবা একটি বিশেষ সংস্থার অধীনে লিবিয়াতে কর্মরত ছিলেন। দেশে ফিরে তিনি তার কাজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, উক্ত সংস্থা বিভিন্ন ধরনের সৃষ্টিশীল উদ্যোগের পাশাপাশি নারীদের জন্য বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

- ক. বিশ্ব নারী দিবস কোন তারিখে পালন করা হয়? ১
খ. স্থানীয় প্রশাসনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সংস্থাটির গঠন ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. “বাংলাদেশে উক্ত সংস্থার বহুমুখী কার্যক্রম রয়েছে”— উক্তিটি মূল্যায়ন কর। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর ২

ক. ৮ মার্চ বিশ্ব নারী দিবস পালন করা হয়।

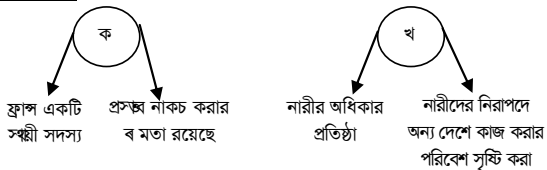
খ. স্থানীয় প্রশাসন বলতে স্থানীয় পর্যায়ে বিভাগীয় জেলা এবং উপজেলা শাসনব্যবস্থাকে বুঝায়। কেন্দ্রীয় সরকারের পবে আইনশৃঙ্খলা

রবা, রাজস্ব আদায় ও সরকারি সিদ্ধান্ত ইত্যাদি কাজ সম্পাদন করে থাকে স্থানীয় প্রশাসন। স্থানীয় প্রশাসন বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত। স্থানীয় প্রশাসনের ফলে বিভাগ, জেলা, উপজেলার সাথে কেন্দ্রের সংযোগ স্থাপন হয়। সুতরাং স্থানীয় প্রশাসনের প্রয়োজনীয়তা অধ্যয়ন।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত সংস্থাটি জাতিসংঘ। উদ্দীপকে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য তিনের বাবা জাতিসংঘের অধীনে শান্তিরবী বাহিনীতে লিবিয়ায় কর্মরত ছিলেন। পাঁচটি প্রধান অঙ্গ এবং একটি সেক্রেটারিয়েট নিয়ে জাতিসংঘ গঠিত। এ পাঁচটি অঙ্গ হচ্ছে : সাধারণ পরিষদ, নিরাপত্তা পরিষদ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ, অছি পরিষদ এবং আন্তর্জাতিক বিচারালয় বা আদালত। জাতিসংঘের সকল সদস্য রাষ্ট্র নিয়ে সাধারণ পরিষদ গঠিত। নিরাপত্তা পরিষদ হচ্ছে জাতিসংঘের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকরী পরিষদ। ৫টি স্থায়ী ও ১০টি অস্থায়ী সদস্যসহ মোট ১৫টি সদস্য রাষ্ট্র নিয়ে এটি গঠিত। অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের কাজ হচ্ছে সদস্য দেশগুলোর উন্নয়ন ও অগ্রগতি সাধন করা। স্বাধীনতা প্রাপ্ত নয়-এরূপ বিশেষ এলাকার তত্ত্বাবধানের জন্য অছি পরিষদ গঠিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক বিবাদ মীমাংসা হচ্ছে আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের কাজ। আর সেক্রেটারিয়েট হচ্ছে জাতিসংঘের প্রশাসনিক বিভাগ।

ঘ বাংলাদেশে উক্ত সংস্থা তথা জাতিসংঘের বহুমুখী কার্যক্রম রয়েছে। প্রশ্নোক্ত উক্তিটি যথার্থ সত্য বলে বিবেচিত হয়। বাংলাদেশে জাতিসংঘের সবকটি অঙ্গ সংস্থার মিশন আছে। জাতিসংঘের সবকটি অঙ্গ সংস্থা শুরব থেকেই বাংলাদেশের আর্থসামাজিক অবস্থা পরিবর্তনে নানামুখী কার্যক্রম চালাচ্ছে। যেমন : বাংলাদেশের আর্থিক ও সামাজিক অর্থাৎ আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নে ইউএনডিপি দেশব্যাপী অসংখ্য কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। দেশের সুবিধাবঞ্চিত শিশু ও মেয়ে শিশুদের মৌলিক অধিকার আদায়ের লব্ধে বিশেষত শিবা ও চিকিৎসা নিশ্চিত করার জন্য ইউনিসেফ কাজ করছে। বাংলাদেশের শিবা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি উন্নয়নের লব্ধে সংস্থাটি কাজ করছে। তাছাড়া এ দেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিশ্চিত করার জন্য জাতিসংঘের খাদ্য এবং কৃষি সংস্থা কাজ করছে। স্বাস্থ্যবর্ধে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বাংলাদেশের বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করছে। বাংলাদেশ-মায়ানমার রোহিঙ্গা ইস্যুতে কার্যালয় মধ্যস্থতা করছে। ইউনিফেম বাংলাদেশে নারীদের উন্নয়নে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি পালন করছে এবং জাতিসংঘের জনসংখ্যা কার্যক্রম তহবিল (UNFPA) এই সংস্থাটি বাংলাদেশের জনসংখ্যা পরিস্থিতি উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। কাজেই বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নে জাতিসংঘের বহুমুখী কার্যাবলি খুবই প্রশংসনীয়। তাই প্রশ্নোক্ত উক্তিটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

প্রশ্ন- ৩ ▶▶ জাতিসংঘ গঠন ও জাতিসংঘ নারী উন্নয়ন তহবিল



চিত্র : চিত্রে জাতিসংঘের একটি প্রধান অঙ্গ এবং একটি অঙ্গ সংস্থার উল্লেখ রয়েছে।
ক. প্রথম বিশ্ব নারী সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হয়? ১
খ. “মানবাধিকার ছাড়া কোনো মানুষ পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না”। উক্তিটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. ‘ক’ চিহ্নিত চিত্রে জাতিসংঘের কোন অঙ্গটির উল্লেখ রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. “নারীর বমতায়নের বেধে ‘খ’ চিহ্নিত অঙ্গ সংস্থাটির যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে”। উক্তিটির সাথে তুমি কি একমত? বিশ্লেষণ কর। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রথম বিশ্ব নারী সম্মেলন মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত হয়।

খ মানবাধিকার হলো প্রত্যেক মানুষের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় কিছু সুযোগ-সুবিধার অধিকার। মানবাধিকার মানুষের সম্মান ও অধিকার রবা করে। সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করে। মানুষের অধিকার লঙ্ঘিত হলে জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ ও ধ্বংসলীলা সৃষ্টি হবে। তাই বলা যায়, মানবাধিকার ছাড়া কোনো মানুষ পূর্ণাঙ্গভাবে বিকশিত হতে পারে না।

গ ‘ক’ চিহ্নিত চিত্রে জাতিসংঘের প্রধান একটি অঙ্গ নিরাপত্তা পরিষদের উল্লেখ রয়েছে। নিরাপত্তা পরিষদ হচ্ছে জাতিসংঘের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকরী পরিষদ। ৫টি স্থায়ী ও ১০টি অস্থায়ী মোট ১৫টি সদস্য রাষ্ট্র নিয়ে এটি গঠিত। ৫টি স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্র হচ্ছে : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া ও চীন। এদের প্রত্যেকের ‘ভেটো’ প্রদান বা কোনো প্রস্তাব নাকচ করে দেয়ার বমতা আছে। ‘ক’ চিহ্নিত চিত্রে ফ্রান্স একটি স্থায়ী সদস্য বলে এ নিরাপত্তা পরিষদকেই নির্দেশ করা হয়েছে।

ঘ নারীর বমতায়নের বেধে ‘খ’ চিহ্নিত অঙ্গ সংস্থা তথা ইউনিফেমের যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। জাতিসংঘ নারী উন্নয়ন তহবিল বা ইউনিফেম নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় তৎপর। সংস্থাটি উন্নয়নকামী দেশের নারীদের নিরাপদে অন্য দেশে কাজ করার পরিবেশ সৃষ্টিতে কাজ করে চলেছে। উদ্দীপকে ‘খ’ চিহ্নিত চিত্রে তা উল্লিখিত হয়েছে। বস্তুত নারীর উন্নয়ন ও বমতায়নে সংস্থাটি প্রশংসনীয় ভূমিকা রাখে। নারীর বমতায়ন বলতে আমরা যখন সর্ববর্ধে নারীর অংশগ্রহণ এবং মতামত ও অবদান রাখার বমতাকে বুঝব, তখন ইউনিফেমের গুরুত্ব স্বীকার করতেই হয়। উদাহরণস্বরূপ প বাংলাদেশে নারীদের উন্নয়নে ইউনিফেম নানা ধরনের কর্মসূচি পালন করছে। যাতে তারা সমাজে অবদান রাখতে পারে। ফলশ্রব্ধিতে নারীর বমতায়ন ঘটে। এদেশে ইউনিফেম নারীদের বিভিন্ন অধিকার আদায় এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে সংশ্লিষ্ট করছে। ফলে নারীর বমতায়ন ঘটছে। উপরন্তু তারা নারীদের নিরাপদ শ্রম অভিবাসনসহ বিভিন্ন ইস্যুতে কাজ করছে। ইউনিফেমের এই সার্বিক কর্মকাণ্ড প্রকরান্তরে নারীর বমতায়ন ঘটছে। তাই প্রশ্নোক্ত উক্তিটির এর সাথে আমি সম্পূর্ণ একমত।

প্রশ্ন- ৪ ▶▶

বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘের ভূমিকা

জাইমা তার বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় ক্লাসে শিবকের আলোচনায় জানতে পারল একটি বিশ্বসংস্থা ও তার আওতাভুক্ত বিভিন্ন অঙ্গ সংস্থাগুলো বাংলাদেশের মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়ন, সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের অধিকার সংরবণ ও বৃহৎ জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য কাজ করছে। স্যার আরও বলেছেন- বিশ্ব সংস্থাটি বিশ্বশান্তি রবায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।

ক. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরব হয় কত সালে? ১
খ. ‘লীগ অব নেশনস’ কেন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল- ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে যে বিশ্বসংস্থা ওতার অঙ্গ সংস্থাগুলোর কথা জাইম জেনেছে বাংলাদেশে তাদের কার্যক্রম ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ‘বিশ্বসংস্থাটি বিশ্বশান্তি রবায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে’- কথাটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

8

৪ নং প্রশ্নের উত্তর হু

ক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরব হয় ১৯৩৯ সালে

খ যুদ্ধের কারণে মানবজাতির অবর্ণনীয় দুর্ভোগ এবং অশান্তি সৃষ্টি হয়। এছাড়া সাধিত হয় ভয়ঙ্কর ধ্বংসলীলা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ব্যাপকতা এবং ধ্বংসলীলা মানুষকে যুদ্ধের প্রতি বীতশ্রম এবং শান্তির জন্য আগ্রহী করে তোলে। এজন্যই বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার লব্ধে গঠন করা হয় আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ‘লীগ অব নেশনস’।

গ জাইমা যে বৃহৎ আন্তর্জাতিক সংস্থার কথা জানতে পেরেছে তা হলো জাতিসংঘ এবং এই বৃহৎ আন্তর্জাতিক সংস্থার অনেক অঙ্গ সংস্থাই বাংলাদেশে কাজ করছে। জাতিসংঘের এই সব অঙ্গ সংস্থার মধ্যে UNDP, UNICEF, FAO উল্লেখযোগ্য। উদ্দীপকে জাইকা এসব সংস্থার কার্যক্রমই জেনেছে।

১. জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি বা ইউএনডিপি (UNDP) : বাংলাদেশের আর্থিক ও সামাজিক অর্থাৎ আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে ইউএনডিপি দেশব্যাপী অসংখ্য কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। ২০১৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশে ইউএনডিপি মিলেনিয়াম উন্নয়ন লবমাত্রা (এমডিজি) ৮টি।

২. জাতিসংঘ শিশু তহবিল বা ইউনিসেফ (UNICEF) : দেশের সুবিধা বঞ্চিত শিশু ও মেয়ে শিশুদের মৌলিক অধিকার আদায়ের লব্ধে বিশেষত শিবা ও চিকিৎসা নিশ্চিত করার জন্য ইউনিসেফ কাজ করছে।

৩. জাতিসংঘের খাদ্য এবং কৃষি সংস্থা বা এফএও (FAO) : বাংলাদেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিশ্চিত করার জন্য জাতিসংঘের খাদ্য এবং কৃষি সংস্থা কাজ করছে।

এসব সংস্থা ছাড়াও জাতিসংঘ UNESCO, WHO, UNHCR, UNIFEM, UNFPA এর মাধ্যমে বাংলাদেশে নানা উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। কাজেই আমরা দেখি বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নে জাতিসংঘের কার্যাবলি খুবই প্রশংসনীয়।

ঘ উক্ত সংস্থাটি হচ্ছে জাতিসংঘ। বিশ্ব শান্তি রবায় জাতিসংঘ অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসলীলা অনুধাবন করে বিশ্বব্যাপী শান্তি আনয়নের জন্য বিশ্ব নেতৃবৃন্দের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৯৪৫ সালের ২৪শে অক্টোবর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল জাতিসংঘ। এর অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্যগুলো হলো- আন্তর্জাতিক শান্তিশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টি করা, আন্তর্জাতিক আইনের সাহায্যে শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিশ্বের সকল বিরোধ নিষ্পত্তি করা। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এই সর্ববৃহৎ আন্তর্জাতিক সংস্থাটি বিশ্বশান্তি রবায় কাজ করে আসছে। বিশ্বের কোথাও যুদ্ধ বা সামরিক সংঘাত বাধলে জাতিসংঘ তা বন্ধ করার উদ্যোগ নেয়। কখনো কখনো যুদ্ধ বন্ধ বা যুদ্ধের পর বতিগ্রস্তদের সহায়তার জন্য জাতিসংঘ তার শান্তিরবী বাহিনীকেও সংঘাতপূর্ণ এলাকায় পাঠায়। এছাড়াও বিশ্ব থেকে ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও নিরবরতা দূর করা, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা, পরিবেশ দূষিতজনিত সমস্যা মোকাবিলা, জনসংখ্যা বিস্ফোরণরোধ, নারী ও শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের কর্মকাণ্ড পরিচালনার মাধ্যমেও জাতিসংঘ বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানেও জাতিসংঘ সরকার গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা দিচ্ছে। সুতরাং বলা যায়, বিশ্বব্যাপী শান্তি আনয়নে জাতিসংঘ নামক সংস্থাটি অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।

প্রশ্ন- ৫১১

বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘের ভূমিকা

‘ক’ এলাকায় প্রায়শই গোলমাল, ঝগড়া বিবাদ লেগেই থাকে। এলাকার মানুষের মধ্যে কোনো সন্ডাব নেই। এগুলো দেখে এ ধরনের কাজ বন্ধ করতে এলাকার কিছু যুবক সম্মিলিতভাবে একটি সংঘ গঠন করে। এলাকার যেখানেই অশান্তি সৃষ্টি হয় সংঘটি সেখানকার পরিস্থিতি শান্ত করতে চেষ্টা করে এবং এলাকার অনেক উন্নয়নমূলক কাজ সম্পাদন করে। বর্তমানে ঐ এলাকাসহ অন্যান্য এলাকায়ও সংঘটি শান্তির দূত হিসেবে পরিচিত হয়ে উঠেছে।

- ক. ‘লীগ অব নেশনস’ কত সালে সৃষ্টি হয়েছিল? ১
খ. নারীর প্রতি বৈষম্যের বেত্রে সিডও সনদের ভূমিকা বর্ণনা কর। ২
গ. ‘ক’ এলাকায় গঠিত সংঘটি বিশ্বমানের কোন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্ব করছে? তা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. বিশ্বমানের উক্ত সংঘটির কাজের মূল্যায়ন কর। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর হু

ক ‘লীগ অব নেশনস’ ১৯২০ সালের ১০ জানুয়ারি সৃষ্টি হয়েছিল।

খ সিডও (CEDAW) সনদটি নারী ও পুরুষের সমতা নীতির ওপর ভিত্তি করে তৈরি। আইনগত পদ্ধতিতে এ সনদ সমর্থনকারী দেশগুলো এ সনদের ম্যান্ডেটভুক্ত নারী অধিকারসমূহ মেনে চলতে বাধ্য। এ সনদ নারীর প্রতি রাষ্ট্রের দায়িত্বকে নিশ্চিত করে।

গ উদ্দীপকে ‘ক’ এলাকায় গঠিত সংঘটি বিশ্বমানের জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্ব করছে। কেননা জাতিসংঘ যেমন বিশ্ব শান্তি ও উন্নয়নমূলক কাজ করে তেমনি উদ্দীপকেও সংস্থাটি শান্তি ও উন্নয়নমূলক কাজ করছে। গত শতকের প্রথমদিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং চল্লিশের দশকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়। মূলত এ ধরনের জাতিগত দ্বন্দ্ব নিরসনে মধ্যস্থতাকারী শান্তিকামী জনতা যুদ্ধের ধ্বংসলীলায় চূপ করে থাকেনি। এরই পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯২০ সালের ১০ জানুয়ারি বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার লব্ধে ‘লীগ অব নেশনস’ সৃষ্টি হয়। কিন্তু ‘লীগ অব নেশনস’ তার সাংগঠনিক দুর্বলতা ও অন্যান্য কারণে বিশ্বশান্তি বিধানে ব্যর্থ হয়। ১৯৩৯ সালে পুনরায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসলীলা পৃথিবীকে গ্রাস করে। ফলে বিশ্বের তৎকালীন নেতৃবৃন্দ বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানের জন্য আর একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে এবং ১৯৪৫ সালের ২৪ শে অক্টোবর জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা করে। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই জাতিসংঘ বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার লব্ধে কাজ করে যাচ্ছে। উদ্দীপকেও দেখা যায় ‘ক’ এলাকায় বিভিন্ন বিষয়ে গোলমাল ঝগড়া-বিবাদ লেগেই থাকত। আর এলাকার যুবকদের গঠিত সংঘটি শান্তি প্রতিষ্ঠার বেত্রে কাজ করে যাচ্ছে। অর্থাৎ সংঘটি জাতিসংঘের প্রতিনিধিত্ব করছে।

ঘ বিশ্বমানের উক্ত সংঘটি হচ্ছে জাতিসংঘ। সংঘটি বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নমূলক কাজ করে। উদ্দীপকেও দুইটি কাজের কথা বলা হয়েছে; ১. বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা ও ২. উন্নয়নমূলক কাজ।

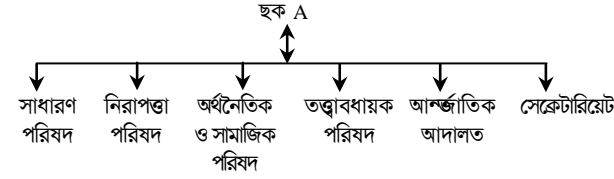
১. **শান্তি** : ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা বিশ্ব বিবেককে ভীষণ আতঙ্কিত করে তোলে। এ প্রেক্ষাপটে বিশ্বের তৎকালীন নেতৃবৃন্দ বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানের জন্য আন্তর্জাতিক সংগঠন ‘জাতিসংঘ’ প্রতিষ্ঠা করে। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই জাতিসংঘ বিশ্বশান্তি ও সহযোগিতার বিধানের লব্ধে কতকগুলো উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে।

২. **উন্নয়নমূলক কাজ** : জাতিসংঘ বিশ্বে আর্থিক সামাজিক উন্নয়ন, শিবা, চিকিৎসা, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি, খাদ্য, কৃষি, শরণার্থীদের আশ্রয় দান, শিশু ও নারীদের অধিকার ইত্যাদি উন্নয়নমূলক কাজ

করে। এভাবে জাতিসংঘ অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর উন্নয়ন কার্যক্রমে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে। জাতিসংঘের বিভিন্ন অঙ্গসংস্থা যেমন UNDP, UNICEF, UNESCO, WHO, UNHCR, UNIFFM, UNFPA এভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন- ৬ ▶▶

জাতিসংঘ গঠনের পটভূমি এবং বাংলাদেশে জাতিসংঘের ভূমিকা



- ক. বিশ্ব নারী দিবস কোন তারিখে পালিত হয়? ১
- খ. নারীর প্রতি বৈষম্য নিরসনে সিডও সনদের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. উদ্দীপকে 'A' চিহ্নিত সংস্থাটির সৃষ্টির প্রেক্ষাপট পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. বাংলাদেশের আর্থসামাজিক অগ্রগতিতে উক্ত সংস্থাটি কী ভূমিকা পালন করেছে- তোমার মতামত দাও। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিশ্ব নারী দিবস ৮ মার্চে পালিত হয়।

খ সিডও (CEDAW) সনদটি নারী ও পুরুষের সমতা নীতির ওপর ভিত্তি করে তৈরি। আইনগত পদ্ধতিতে এ সনদ সমর্থনকারী দেশগুলো এ সনদের ম্যান্ডেটভুক্তি নারী অধিকারসমূহের মেনে চলতে বাধ্য। এ সনদ নারীর প্রতি রাষ্ট্রের দায়িত্বকে নিশ্চিত করে।

গ উদ্দীপকে 'A' চিহ্নিত সংস্থাটি হচ্ছে জাতিসংঘ। বিশ শতকে পৃথিবী জুড়ে দু'টি বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়। গত শতকের প্রথমদিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৯) এবং ৪০ এর দশকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-৪৫) সংঘটিত হয়। মূলত জাতিগত দ্বন্দ্ব নিরসনে মধ্যস্থতাকারী শান্তিকামী জনতা যুদ্ধের ধ্বংসলীলায় চূপ করে থাকেনি। এরই পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯২০ সালের ১০ জানুয়ারি বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার লব্ধে "লীগ অব নেশনস" সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু "লীগ অব নেশনস" এর সাংগঠনিক দুর্বলতা ও অন্যান্য কারণে বিশ্বশান্তি বিধানের তা বার্থ হয়। ১৯৩৯ সালে পুনরায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসলীলা পৃথিবীকে গ্রাস করে। লব লব মানুষ নিহত ও আহত, গৃহহারা, পঙ্গুত্ব বরণ করেন। প্রতিটি দেশ হারায় তাদের কর্মরত যুব সম্প্রদায়কে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা বিশ্ব বিবেককে ভীষণ আতঙ্কিত করে তোলে এবং নাড়া দেয়। এ প্রেক্ষাপটে বিশ্বের তৎকালীন নেতৃবৃন্দ বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানের জন্য আর একটি নতুন আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। এরপর ১৯৪৩ সালে তেহরানে ও মস্কোতে ৪টি প্রধান শক্তির মধ্যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ও ফ্রান্সের প্রতিনিধিবৃন্দ সম্মিলিত জাতিসংঘ গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। অবশেষে ১৯৪৫ সালের ২৪ শে অক্টোবর আনুষ্ঠানিকভাবে জাতিসংঘ আত্মপ্রকাশ করে।

ঘ উক্ত সংস্থা তথা জাতিসংঘ বাংলাদেশের আর্থসামাজিক অগ্রগতিতে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছে। এভাবে জাতিসংঘের বিভিন্ন অঙ্গ সংস্থা কাজ করেছে। যেমন-

ইউএনডিপি (UNDP) : বাংলাদেশের আর্থিক ও সামাজিক অর্থাৎ আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে ইউএনডিপি দেশব্যাপী অসংখ্য কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। ২০১৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশে ইউএনডিপি মিলেনিয়াম উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা চটি।

ইউনেসফ (UNICEF) : দেশের সুবিধা বঞ্চিত শিশু ও মেয়ে শিশুদের মৌলিক অধিকার আদায়ের লব্ধে বিশেষত শিবা ও চিকিৎসা নিশ্চিত করার জন্য ইউনেসফ কাজ করেছে।

ইউনেস্কো (UNESCO) : বাংলাদেশের শিবা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি উন্নয়নের লব্ধে এই সংস্থাটি কাজ করেছে।

এফএও (FAO) : বাংলাদেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিশ্চিত করার জন্য জাতিসংঘের খাদ্য এবং কৃষি সংস্থা কাজ করেছে।

ডব্লিউএইচও (WHO) : স্বাস্থ্যবাহে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বাংলাদেশে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করেছে। যেমন : সংস্থাটি বাংলাদেশের পোলিও নিবারণের জন্য শিশুদেরকে বিভিন্ন ধরনের ওষুধ খাওয়াচ্ছে এবং টিকা দিচ্ছে।

জাতিসংঘের জনসংখ্যা কার্যক্রম তহবিল (UNFPA) : এই সংস্থাটি বাংলাদেশের জনসংখ্যা পরিস্থিতি উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। সুতরাং বলা যায়, বাংলাদেশের আর্থসামাজিক অগ্রগতির জন্য জাতিসংঘ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

প্রশ্ন- ৭ ▶▶

বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘের ভূমিকা

সুদান ও দারফুরের মধ্যে দীর্ঘদিন বিবাদ ও সংঘর্ষ চলে আসছিল। বিবাদ মীমাংসায় একটি বিশ্বসংস্থা এগিয়ে আসে এবং গণভোটের আয়োজন করে। বিভিন্ন শাখার সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত এই সংস্থাটি বিশ্বশান্তি রবায় মহান দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে।

- ক. জাতিসংঘের সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত? ১
- খ. আন্তর্জাতিক আদালত কেন প্রতিষ্ঠা করা হয়? ২
- গ. সুদান ও দারফুরের মধ্যে বিবাদ মীমাংসায় বিশ্বসংস্থাটির কোন শাখা কাজ করে তা ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সংস্থাটি বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রেখে যাচ্ছে- বিশ্লেষণ কর। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জাতিসংঘের সদর দপ্তর আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে অবস্থিত।

খ এক রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের ওপর যাতে হস্তক্ষেপ করতে না পারে সে লব্ধে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। এরপরও বিশ্বের স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে বিবাদ পরিলব্ধিত হয়। এর ফলে বিশ্বশান্তি বিনষ্ট হয়। তাই বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণের লব্ধে বিবাদ মীমাংসায় আন্তর্জাতিক আদালত গঠন করা হয়।

গ সুদান ও দারফুরের মধ্যে বিবাদ মীমাংসায় জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ কাজ করে। বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রবার মূল দায়িত্ব এই নিরাপত্তা পরিষদের ওপর ন্যস্ত। সংস্থাটি বিশ্বশান্তির প্রতি হুমকি সৃষ্টিকারী ঘটনাবলির অনুসন্ধান করে এবং আলাপ আলোচনা ও মধ্যস্থতার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি করার ব্যবস্থা করে। সুদান ও দারফুরের মধ্যকার বিবাদ মীমাংসার রেত্রেও সংস্থাটি এ দায়িত্ব পালন করেছে। এছাড়া নিরাপত্তা পরিষদ শান্তি প্রতিষ্ঠা ও যুদ্ধ বন্ধের জন্য জাতিসংঘের বাহিনী মোতায়েন করতে পারে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত সংস্থাটি হচ্ছে জাতিসংঘ। বিশ্বশান্তি রবায় জাতিসংঘ ভূমিকা রেখে যাচ্ছে। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এই সর্ববৃহৎ আন্তর্জাতিক সংস্থাটি বিশ্বশান্তি রবায় কাজ করে আসছে। যুদ্ধ, সংঘাত বিশ্বশান্তির প্রধান প্রতিবন্ধক। তাই বিশ্বের কোথাও যুদ্ধ বা সামরিক সংঘাত বাধলে জাতিসংঘ তা বন্ধ করার উদ্যোগ নেয়। কখনো কখনো যুদ্ধ বন্ধে জাতিসংঘ তার শান্তিরবী বাহিনীকেও সংঘাতপূর্ণ এলাকায় পাঠায়। এছাড়াও বিশ্ব থেকে বুধা, দারিদ্র্য ও নিরবরতা দূর করা, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা, পরিবেশদূষণজনিত সমস্যা মোকাবিলা ও জনসংখ্যা বিস্ফোরণ রোধ, নারী ও শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি বিভিন্ন

ধরনের কর্মকাণ্ড পরিচালনার মাধ্যমেও জাতিসংঘ বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখছে। এর জন্য জাতিসংঘের রয়েছে কতগুলো বিশেষ সংস্থা যেমন : ‘ইউনেস্কো’ কাজ করে শিবা বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির উন্নয়নের জন্য। ‘ইউনিসেফ’ শিশুদের কল্যাণের জন্য। ‘ফাও’ খাদ্য ও কৃষির উন্নতির জন্য। ‘হু’ স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতির জন্য। বাংলাদেশের সেনা ও পুলিশ বাহিনীর সদস্যরা জাতিসংঘ শান্তিরবী বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে পৃথিবীর কোনো কোনো অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠায় প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছে।

■ অতিরিক্ত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন- ৮ ▶▶

জাতিসংঘের গঠন ও বিশ্বশান্তি রবায় এর ভূমিকা

‘ক’ আন্তর্জাতিক সংস্থাটি ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মপ্রকাশ করে। বিশ্বের ১৯৩টি দেশ এ সংস্থার সদস্য। বাংলাদেশ ১৯৭৪ সালে সংস্থাটির সদস্যপদ লাভ করে।

- ক. জাতিসংঘের সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত? ১
খ. জাতিসংঘ সৃষ্টি হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সংস্থাটির গঠন ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. বিশ্বশান্তি রবায় উক্ত সংস্থাটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে- মন্তব্যটির পর্বে যুক্তি দাও। ৪

?

৮ নং প্রশ্নের উত্তর স্ব

- ক. জাতিসংঘের সদর দপ্তর আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে অবস্থিত।
খ. কতকগুলো লব্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে জাতিসংঘ গঠিত হয়। জাতিসংঘ সৃষ্টির পেছনে প্রধানত যেসব বিষয় জড়িত ছিল সেগুলো হলো-
১. আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখা।
২. জাতিসমূহের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা।
৩. আন্তর্জাতিক আইনের সাহায্যে শান্তিপূর্ণ উপায়ে আন্তর্জাতিক বিরোধসমূহের মীমাংসা করা ইত্যাদি।

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সংস্থাটি হলো জাতিসংঘ। ‘ক’ আন্তর্জাতিক সংস্থাটি ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মপ্রকাশ করে এবং বাংলাদেশ ১৯৭৪ সালে সংস্থাটির সদস্যপদ লাভ করে। এছাড়া বিশ্বের ১৯৩টি দেশ ‘ক’ সংস্থার সদস্য, যা জাতিসংঘের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। এ থেকে বোঝা যায়, সংস্থাটি হচ্ছে জাতিসংঘ। পাঁচটি প্রধান অঙ্গ এবং একটি সেক্রেটারিয়েট নিয়ে জাতিসংঘ গঠিত। পাঁচটি অঙ্গ হচ্ছে : সাধারণ পরিষদ, নিরাপত্তা পরিষদ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ, অছি পরিষদ এবং আন্তর্জাতিক বিচারালয় বা আদালত। জাতিসংঘের সকল সদস্য রাষ্ট্র নিয়ে সাধারণ পরিষদ গঠিত। নিরাপত্তা পরিষদ হচ্ছে জাতিসংঘের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকরী পরিষদ। ৫টি স্থায়ী ও ১০টি অস্থায়ী সদস্যসহ মোট ১৫টি সদস্য রাষ্ট্র নিয়ে এটি গঠিত। অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের কাজ হচ্ছে সদস্য দেশগুলোর উন্নয়ন ও অগ্রগতি সাধন করা। স্বাধীনতা প্রাপ্ত নয়- এরূপ বিশেষ এলাকার তত্ত্বাবধানের জন্য অছি পরিষদ গঠিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক বিবাদ মীমাংসা হচ্ছে আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের কাজ। আর সেক্রেটারিয়েট হচ্ছে জাতিসংঘের প্রশাসনিক বিভাগ।

ঘ. উক্ত সংস্থাটি হচ্ছে জাতিসংঘ। বিশ্বশান্তি রবায় জাতিসংঘ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসলীলা অনুধাবন করে বিশ্বব্যাপী শান্তি আনয়নের জন্য বিশ্ব নেতৃবৃন্দের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল জাতিসংঘ। এর অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্যগুলো হলো- আন্তর্জাতিক শান্তিশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টি করা, আন্তর্জাতিক আইনের সাহায্যে শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিশ্বের সকল বিরোধ নিষ্পত্তি করা। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এই সর্ববৃহৎ

আন্তর্জাতিক সংস্থাটি বিশ্বশান্তি রবায় কাজ করে আসছে। বিশ্বের কোথাও যুদ্ধ বা সামরিক সংঘাত বাধলে জাতিসংঘ তা বন্ধ করার উদ্যোগ নেয়। কখনো কখনো যুদ্ধ বন্ধ বা যুদ্ধের পর বন্ধ করার উদ্যোগ নেয়। কখনো কখনো যুদ্ধ বন্ধ বা যুদ্ধের পর বতিগ্রস্তদের সহায়তার জন্য জাতিসংঘ তার শান্তিরবী বাহিনীকেও সংঘাতপূর্ণ এলাকায় পাঠায়। এছাড়াও বিশ্ব থেকে বুধা, দারিদ্র্য ও নিরবরতা দূর করা, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা, পরিবেশ দূষণজনিত সমস্যা মোকাবিলা, জনসংখ্যা বিস্ফোরণরোধ, নারী ও শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের কর্মকাণ্ড পরিচালনার মাধ্যমেও জাতিসংঘ বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানেও জাতিসংঘ সরকারকে গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা দিচ্ছে। সুতরাং বলা যায়, বিশ্বব্যাপী শান্তি আনয়নে জাতিসংঘ নামক সংস্থাটির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন- ৯ ▶▶

ইউএন এইচ সি আর ও ইউনিফেম

জাতিসংঘের ‘ক’ অঙ্গ সংস্থা বাংলাদেশ-মায়ানমার রোহিঙ্গা ইস্যুতে মধ্যস্থতা করেছে। এছাড়া বাংলাদেশের শরণার্থী পালনের খরচেও সংস্থাটি অবদান রাখছে। অন্যদিকে জাতিসংঘের ‘খ’ অঙ্গ সংস্থা বাংলাদেশের নারীদের নিরাপদ শ্রম অভিবাসনসহ বিভিন্ন ইস্যুতে কাজ করছে।

- ক. বাংলাদেশ কত সালে জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে? ১
খ. নিরাপত্তা পরিষদ সম্পর্কে ধারণা দাও। ২
গ. উদ্দীপকে জাতিসংঘের কোন কোন অঙ্গসংস্থার পরিচয় ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত অঙ্গসংস্থাগুলোই কেবল বাংলাদেশের আর্থসামাজিক অবস্থা পরিবর্তনের জন্য কাজ করেছে- তুমি কি বক্তব্যটি সমর্থন কর? উত্তরের পর্বে যুক্তি দাও। ৪

?

৯ নং প্রশ্নের উত্তর স্ব

ক. বাংলাদেশ ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে।
খ. নিরাপত্তা পরিষদ হলো জাতিসংঘের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকরী পরিষদ। ৫টি স্থায়ী ও ১০টি অস্থায়ীসহ মোট ১৫ টি সদস্য রাষ্ট্র নিয়ে এটি গঠিত। ৫টি স্থায়ী সদস্যরাষ্ট্র হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া ও চীন।

গ. উদ্দীপকে জাতিসংঘের দুটি অঙ্গসংস্থা ইউএনএইচসিআর ও ইউনিফেমের পরিচয় ফুটে উঠেছে। উদ্দীপকে বর্ণিত জাতিসংঘের ‘ক’ অঙ্গসংস্থা বাংলাদেশ-মায়ানমার রোহিঙ্গা ইস্যুতে মধ্যস্থতা করেছে। এছাড়া সংস্থাটি বাংলাদেশের শরণার্থী পালনের খরচেও অবদান রাখছে, যা বাংলাদেশে কর্মরত জাতিসংঘের অঙ্গসংস্থা ইউএনএইচসিআর-এর কার্যক্রমের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। এ থেকে বোঝা যায়, ‘ক’ অঙ্গসংস্থাটি হচ্ছে ইউএনএইচসিআর। অন্যদিকে বাংলাদেশে কর্মরত জাতিসংঘের অঙ্গসংস্থা ইউনিফেম বাংলাদেশে নারীদের উন্নয়নে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি পালন করেছে। নারীদের বিভিন্ন ধরনের অধিকার আদায় এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে তাদের সম্পৃক্ত করেছে। বাংলাদেশের নারীদের নিরাপদ শ্রম অভিবাসনসহ বিভিন্ন ইস্যুতেও এ সংস্থা কাজ করেছে। উদ্দীপকে বর্ণিত জাতিসংঘের ‘খ’ অঙ্গসংস্থাও বাংলাদেশের নারীদের নিরাপদ শ্রম অভিবাসনসহ বিভিন্ন ইস্যুতে কাজ করেছে। এ থেকে বোঝা যায়, ‘খ’ অঙ্গসংস্থাটি হচ্ছে ইউনিফেম।

ঘ. উক্ত অঙ্গসংস্থাগুলো হলো ইউএনএইচসিআর ও ইউনিফেম। বাংলাদেশের আর্থসামাজিক অবস্থা পরিবর্তনের জন্য কেবল ইউএনএইচসিআর ও ইউনিফেম কাজ করেছে এ বক্তব্যটি আমি সমর্থন করি না। কেননা জাতিসংঘের এ দুটি অঙ্গসংস্থা ছাড়াও আরও কয়েকটি

অজ্ঞাসংস্থা বাংলাদেশের আর্থসামাজিক অবস্থা পরিবর্তনের জন্য কাজ করেছে। নিচে সেসব অজ্ঞা সংস্থার কাজ তুলে ধরা হলো :

ইউএনডিপি (UNDP) : বাংলাদেশের আর্থিক ও সামাজিক অর্থাৎ আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নে ইউএনডিপি দেশব্যাপী অসংখ্য কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। ২০১৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশে ইউএনডিপি মিলেনিয়াম উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা চটি।

ইউনিসেফ (UNICEF) : দেশের সুবিধাবঞ্চিত শিশু ও মেয়ে শিশুদের মৌলিক অধিকার আদায়ের লব্ধে বিশেষত শিবা ও চিকিৎসা নিশ্চিত করার জন্য ইউনিসেফ কাজ করছে।

ইউনেস্কো (UNESCO) : বাংলাদেশের শিবা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি উন্নয়নের লব্ধে এই সংস্থাটি কাজ করছে।

এফএও (FAO) : বাংলাদেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিশ্চিত করার জন্য জাতিসংঘের খাদ্য এবং কৃষিসংস্থা কাজ করছে।

ডব্লিউএইচও (WHO) : স্বাস্থ্যবেত্তে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বাংলাদেশে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করছে। যেমন : সংস্থাটি বাংলাদেশের পোলিও নিবারণের জন্য শিশুদেরকে বিভিন্ন ধরনের ওষুধ খাওয়াচ্ছে এবং টিকা দিচ্ছে। জাতিসংঘের জনসংখ্যা কার্যক্রম তহবিল (UNFPA)-এই সংস্থাটি বাংলাদেশের জনসংখ্যা পরিস্থিতি উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সুতরাং বলা যায়, বাংলাদেশের আর্থসামাজিক অবস্থা পরিবর্তনের জন্য জাতিসংঘের সবকটি অজ্ঞাসংস্থাই কাজ করছে।

প্রশ্ন- ১০ ▶▶

সিডও সনদ

বিশ্ব নারী দিবসে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন পড়ে তৌফিক জানতে পারে, দরিদ্র এশিয়ার অনেক দেশেই পেশাবেত্তে নারী শ্রমিকরা পুরবষ শ্রমিকদের চেয়ে কম বেতন পায়। শিবােত্তেও পুরবষরা নারীদের চেয়ে এগিয়ে রয়েছে। এছাড়া এসব দেশের নারীদেরকে বিভিন্ন প্রলোভনে অন্য দেশেও পাচার করে দেওয়া হয়। প্রতিবেদনটি পড়ে তৌফিকের মন খারাপ হয়ে যায়।

- ক. জাতিসংঘ ৮ মার্চকে কী দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছে? ১
- খ. ‘জাতিসংঘের শান্তিরবী মিশনে বাংলাদেশের অবদান অনস্বীকার্য’- ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. উদ্দীপকে বর্ণিত নারীদের সমস্যা দূরীকরণে জাতিসংঘ কী ধরনের কাজ করে থাকে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উক্ত সমস্যা সমাধানে সিডও সনদ প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করছে- মূল্যায়ন কর। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

- ক. জাতিসংঘ ৮ মার্চকে বিশ্ব নারী দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছে।
- খ. জাতিসংঘের শান্তিরবী মিশনে ১১,০০০-এরও বেশি বাংলাদেশি সৈন্য শান্তিরবীর কাজ করেছেন। আফ্রিকার দেশগুলোতে বাংলাদেশি সৈন্যদের সাফল্য সেই দেশগুলোতে তথা সরাবিশ্বে বাংলাদেশের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করেছে। বাংলাদেশ রোল মডেল এবং শান্তিপ্ৰিয় জাতি হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। তাই বলা যায়, শান্তিরবী মিশনে বাংলাদেশের অবদান অনস্বীকার্য।
- গ. উদ্দীপকে বর্ণিত তৌফিক বিশ্ব নারী দিবসে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন পড়ে জানতে পারে, দরিদ্র এশিয়ার অনেক দেশেই নারী শ্রমিকরা পুরবষ শ্রমিকদের চেয়ে কম বেতন পায়। শিবােত্তেও পুরবষরা নারীদের চেয়ে এগিয়ে রয়েছে। এছাড়া এসব দেশের নারীদেরকে বিভিন্ন প্রলোভনে অন্য দেশেও পাচার করে দেওয়া হয়। নারীদের এসব সমস্যা দূরীকরণের জন্য জাতিসংঘ বিভিন্ন সময়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সনদ ও ঘোষণাপত্র পেশ করেছে। অর্থাৎ উদ্দীপকে পেশাবেত্তে নারীদের বৈষম্য,

শিবােত্তে পশ্চাতপদতা ও নারী পাচার এই তিনটি সমস্যার প্রতিফলন ঘটেছে। যেমন :

১. ১৯৪৯ - মানবপাচার দমন ও পতিতাবৃত্তি অবসানের জন্য জাতিসংঘ সনদ অনুমোদন।
২. ১৯৫১ - আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) কর্তৃক এক ধরনের কাজের জন্য নারী ও পুরবষ শ্রমিকের একই বেতন প্রদান।
৩. ১৯৬০ - নারীদের কর্মসংস্থান ও পেশাবেত্তে বৈষম্য বিলোপ সনদ।
৪. ১৯৬২ - বালিকা ও নারীদের শিবােত্তে সমান অধিকার।
৫. ১৯৭৯ - নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ, যা CEDAW নামে অভিহিত। সনদটি ১৯৮১ সালে কার্যকর হয়।

য. উক্ত সমস্যা হচ্ছে পেশাবেত্তে নারীদের বৈষম্য, শিবােত্তে পশ্চাতপদতা এবং নারী পাচার। যা উদ্দীপকের বর্ণনা থেকে বোঝা যায় নারীদের এসব সমস্যা সমাধানে সিডও সনদ অত্যন্ত প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছে। নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদটি সিডও (CEDAW) সনদ নামে পরিচিত, যা ১৯৭৯ সালের ডিসেম্বর মাসে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত হয়। নারী ও পুরবষের সমতার নীতির ওপর ভিত্তি করে সনদটি তৈরি হয়েছে। নারীর মানবাধিকারের বিষয়টিও এখানে উঠে এসেছে। আইনগত পক্ষত্বিতে এই অধিকারগুলো ম্যান্ডেটভুক্ত করায় সমর্থনকারী দেশগুলো এই সনদ মেনে চলতে বাধ্য। এই সনদে স্বীকার করা হয় যে, বিভিন্ন দেশে নারীর আইনগত অধিকার বলবৎ থাকলেও বৈষম্য রয়েছে এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে নারীর প্রবেশাধিকার খর্ব করার মাধ্যমেই তা করা হয়ে থাকে, যা উদ্দীপকেও দেখা যায়। এই সনদ নারীর প্রতি রাষ্ট্রের দায়িত্বকে নিশ্চিত করে। সিডও সনদে ৩০টি ধারা আছে। এর প্রথম ১৬টি ধারা নারীর প্রতি কত প্রকার বৈষম্য আছে তা বিশ্লেষণ করে। পরের ১৪টি ধারা ব্যাখ্যা করে এ বৈষম্যগুলো কীভাবে বিলোপ করা যায়। সুতরাং বলা যায়, নারীদের অধিকার রবা এবং তাদের সমস্যা দূরীকরণে সিডও সনদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

প্রশ্ন- ১১ ▶▶

জাতিসংঘ বাংলাদেশি শান্তিরবী বাহিনীর ভূমিকা

একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার শান্তিরবী মিশন থেকে ফেরার পথে বেনিনে বিমান দুর্ঘটনায় মারা যায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ১৫ জন চৌকস সেনা কর্মকর্তা। এদের একজন মেজর ইমতিয়াজ। ছেলের জন্য সারাধন কান্না করে মেজর ইমতিয়াজের মা। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর এক কর্মকর্তা তার মাকে শান্তনা দিতে গিয়ে বলেন, আপনার ছেলের মতো যারা বিদেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছে তারা বিশ্ববাসীর নিকট চির অমর হয়ে থাকবে। তাদের মৃত্যু বিশ্ব শান্তির জন্য প্রেরণা হয়ে থাকবে চিরকাল।

- ক. জাতিসংঘের কতজন মহাসচিব বাংলাদেশ সফর করেছেন? ১
- খ. ‘পাঁচটি প্রধান অজ্ঞা এবং একটি সেক্রেটারিয়েট নিয়ে জাতিসংঘ গঠিত’-ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. মেজর ইমতিয়াজ যে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে কাজ করতে যেয়ে মারা গেছেন সে সংস্থা বাংলাদেশের শান্তিরবী বাহিনীর ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. শুধু বাংলাদেশে নয় মেজর ইমতিয়াজের মতো অমররা বিদেশের স্থানীয় মানুষের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা সিক্ত হয়ে থাকবে চিরকাল- তোমার মতামত দাও। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

- ক. জাতিসংঘের ৪ জন মহাসচিব বাংলাদেশ সফর করেছেন।
- খ. পাঁচটি প্রধান অজ্ঞা এবং একটি সেক্রেটারিয়েট নিয়ে জাতিসংঘ গঠিত। পাঁচটি অজ্ঞা হচ্ছে সাধারণ পরিষদ, নিরাপত্তা পরিষদ, অর্থনৈতিক

ও সামাজিক পরিষদ, অছি পরিষদ এবং আন্তর্জাতিক বিচারালয় বা আদালত। আর সেক্রেটারিয়েট হচ্ছে জাতিসংঘের প্রশাসনিক বিভাগ।

গ মেজর ইমতিয়াজ জাতিসংঘ শান্তিরবী বাহিনীতে দায়িত্বরত অবস্থায় মারা গেছেন। জাতিসংঘ একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশ থেকে বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘের আমন্ত্রণে বিশ্বের বিভিন্ন যুদ্ধরত দেশ বা অঞ্চলে শান্তিরবী বাহিনী প্রেরণ করা হয়। আর এসব দেশে বাংলাদেশের শান্তিরবী বাহিনী নিজেদের জীবন দিয়ে হলেও শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে। অনেক সদস্যই বিভিন্ন দুর্ঘটনায় এবং বিদ্রোহীদের হাতে প্রাণ হারান। উদ্দীপকে বর্ণিত মেজর ইমতিয়াজ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান। জাতিসংঘের শান্তি রবা মিশনগুলোতে বাংলাদেশের অবদান ঈর্ষণীয়। বর্তমানে প্রায় ১১,০০০ এর বেশি বাংলাদেশি সৈন্য বিশ্বের ১১টি দেশে জাতিসংঘের অধীনে শান্তিরবী ও শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজ করে যাচ্ছে। আফ্রিকার দেশগুলোতে বাংলাদেশি সৈন্যদের অভূতপূর্ব সাফল্য সেই দেশগুলোতে তথা সারা বিশ্বে বাংলাদেশের গ্রহণযোগ্যতাকে অনেক বৃদ্ধি করেছে। বাংলাদেশ পেয়েছে বিশ্বব্যাপী পরিচিতি। বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠার মডেল হিসেবে এবং শান্তি প্রিয় জাতি হিসেবে বাংলাদেশ পরিচিতি পেয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে ইমতিয়াজের মৃত্যু বাংলাদেশ শান্তিরবী বাহিনীর ভূমিকার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে। বাংলাদেশের শান্তিরবী বাহিনী নিজেদের জীবনের মায়্যা ত্যাগ করে যুদ্ধরত অঞ্চলে শান্তি স্থাপনে কাজ করে যাচ্ছে। শুধু শান্তিরবীর কারণে ইমতিয়াজের মতো এইসব বীররা বিশ্ববাসীর কাছে অমর হয়ে আছে। শান্তিরবীবাহিনীর বাংলাদেশি সদস্যরা তাদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় বিভিন্ন কার্যক্রম সফল করার জন্য বিদেশে স্থানীয় মানুষের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধায় সিক্ত হয়েছে। আফ্রিকা এবং এশিয়ার বিভিন্ন দেশে রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে অন্যান্য দেশের সৈন্যরা যেখানে গ্রহণযোগ্যতা পাচ্ছিলনা সেখানে বাংলাদেশি সৈন্যরা শুধু গ্রহণযোগ্যতাই নয়, পেয়েছে স্থানীয় মানুষদের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা। সিয়েরালিওনে বাংলা ভাষা পেয়েছে সেই দেশের দ্বিতীয় মাতৃভাষার মর্যাদা, আইভরিকোস্টে অন্যতম ব্যস্ত সড়কের নাম হয়েছে ‘বাংলাদেশ সড়ক’। শান্তি মিশনে শুধু বাংলাদেশের সেনাবাহিনী নয়, পাশাপাশি পুলিশ বাহিনী, মহিলা পুলিশ বাহিনীও নিয়োজিত আছেন। তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে জাতিসংঘে তথা বিশ্বে বাংলাদেশ পেয়েছে ব্যাপক পরিচিতি ও শ্রদ্ধা। যেসব দেশে বাংলাদেশ শান্তিরবী বাহিনী শান্তি স্থাপনে কাজ করেছে সেসব দেশে তারা স্থানীয় মানুষের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধায় সিক্ত হয়ে থাকবে চিরকাল।

■ অনুশীলনমূলক কাজের আলোকে সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন- ১২ ▶▶

বিশ্ব শান্তিরবায় জাতিসংঘের ভূমিকা ও জাতিসংঘ সৃষ্টির পটভূমি

‘ক’ ও ‘খ’ রাষ্ট্রের মধ্যে সীমান্ত দিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিবাদ চলে আসছিল। ‘ক’ রাষ্ট্র তার সামরিক বাহিনী নিয়ে ‘খ’ রাষ্ট্রের ভূখণ্ডে আগ্রাসী তৎপরতা চালায়। ‘খ’ রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক সংস্থার কাছে সাহায্য চাইলে বিবাদমান রাষ্ট্রের বিরোধ মীমাংসায় সংস্থাটি এগিয়ে আসে এবং তা সমাধান করে দেয়।

- ক. সিডও সনদে কয়টি ধারা আছে? ১
খ. জাতিসংঘের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ- ব্যাখ্যা কর। ২
গ. ‘ক’ ও ‘খ’ রাষ্ট্রের বিরোধ মীমাংসায় কোন সংস্থাটি কাজ করেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত সংস্থাটি সৃষ্টির পটভূমি বিশ্লেষণ কর। ৪

ক সিডও সনদে ৩০টি ধারা আছে।

খ বাংলাদেশ সবসময়ই জাতিসংঘের বিশেষ নজর পেয়ে থাকে। জাতিসংঘের সবকটি অঙ্গ সংস্থা শুরুর থেকেই বাংলাদেশের আর্থসামাজিক অবস্থা পরিবর্তনের জন্য কাজ করেছে। বাংলাদেশের সৈন্যরা প্রাণ উৎসর্গ করে জাতিসংঘের শান্তিরবী মিশন পরিচালনায় কার্যকর ভূমিকা রাখছে। এছাড়া জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করার পর থেকে বাংলাদেশ এই বিশ্বসংস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

গ ‘ক’ ও ‘খ’ রাষ্ট্রের বিরোধ মীমাংসায় জাতিসংঘ কাজ করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা দেখে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর আন্তর্জাতিক সংস্থা জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। জাতিসংঘের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো বিবাদমান রাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধ মীমাংসা করে সকল রাষ্ট্রের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টি করা। এ সংস্থাটি আন্তর্জাতিক আইনের সাহায্যে শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিশ্বের সকল বিরোধ নিষ্পত্তি করে থাকে। দুটি দেশের মধ্যে সামরিক সংঘাত বেধে গেলে জাতিসংঘ তা বন্ধ করার উদ্যোগ নেয়। অনুরূপ পভাবে উদ্দীপকেও দেখা যায়- ‘ক’ ও ‘খ’ রাষ্ট্রের মধ্যে সীমান্ত নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিবাদ চলছিল। ‘ক’ রাষ্ট্র তার সামরিক বাহিনী নিয়ে ‘খ’ রাষ্ট্রের ভূখণ্ডে আগ্রাসী তৎপরতা চালালে ‘খ’ রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক সংস্থার কাছে সাহায্য চায়। ফলে সংস্থাটি তাদের মধ্যকার বিরোধ মীমাংসা করে দেয়।

ঘ উক্ত সংস্থাটি হচ্ছে জাতিসংঘ। বিশ শতকে পৃথিবী জুড়ে দু’টি বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়। গত শতকের প্রথমদিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৯) এবং ৪০ এর দশকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-৪৫) সংঘটিত হয়। মূলত জাতিগত দ্বন্দ্ব নিরসনে মধ্যস্থতাকারী শান্তিকামী জনতা যুদ্ধের ধ্বংসলীলায় চূপ করে থাকেনি। এরই পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯২০ সালের ১০ জানুয়ারি বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার লব্ধে ‘লীগ অব নেশনস’ সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু ‘লীগ অব নেশনস’ এর সাংগঠনিক দুর্বলতা ও অন্যান্য কারণে বিশ্বশান্তি বিধানের তা ব্যর্থ হয়। ১৯৩৯ সালে পুনরায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসলীলা পৃথিবীকে গ্রাস করে। লব লব মানুষ নিহত ও আহত, গৃহহারা, পঞ্জুত্ব বরণ করেন। প্রতিটি দেশ হারায় তাদের কর্মবম যুব সম্প্রদায়কে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা বিশ্ব বিবেককে ভীষণ আতঙ্কিত করে তোলে এবং নাড়া দেয়। এ প্রেক্ষাপটে বিশ্বের তৎকালীন নেতৃবৃন্দ বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানের জন্য আর একটি নতুন আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। এরপর ১৯৪৩ সালে তেহরানে ও মস্কোতে ৪টি প্রধান শক্তির মধ্যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ও ফ্রান্সের প্রতিনিধিবৃন্দ সম্মিলিত জাতিসংঘ গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। অবশেষে ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর আনুষ্ঠানিকভাবে জাতিসংঘ আত্মপ্রকাশ করে।

■ অনুশীলনের জন্য সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক (উত্তরসংকেতসহ)

প্রশ্ন- ১৩ ▶▶

বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘের ভূমিকা

‘লীগ অব নেশনস’-এর ব্যর্থতা এবং ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা শান্তিকামী দেশগুলোকে চরমভাবে আতঙ্কগ্রস্ত করে তোলে। এ প্রেক্ষাপটে ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা জন্মলাভ করে। এর সদরদপ্তর স্থাপন করা হয় আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে। বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা ১৯৩টি।

- ক. বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে কত সালে? ১
খ. নারীর প্রতি বৈষম্য নিরসনে সিডও সনদের ভূমিকা কী? প? ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সংস্থার পটভূমি ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. ‘বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় উক্ত সংস্থার ভূমিকা প্রশংসনীয়’- বক্তব্যটি মূল্যায়ন কর। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর সৃষ্টি

ক বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে ১৯৭৪ সালে।
খ সিডও সনদটি নারী ও পুরুষের সমতা নীতির ওপর ভিত্তি করে তৈরি। আইনগত পদ্ধতিতে এ সনদ সমর্থনকারী দেশগুলো এ সনদের ম্যাডেটভুক্ত নারী অধিকারসমূহ মেনে চলতে বাধ্য। এ সনদ নারীর প্রতি রাষ্ট্রের দায়িত্বকে নিশ্চিত করে।



X-clusive লিঙ্ক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দবতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে—

গ জাতিসংঘের গঠন ও উদ্দেশ্য বর্ণনা কর।
ঘ বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘের ভূমিকা বিশ্লেষণ কর।

প্রশ্ন- ১৪ ▶▶

বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা জাতিসংঘের ভূমিকা

বর্তমানে পারমাণবিক শক্তির দেশ ভারত জাতিসংঘের একটি অঙ্গ সংস্থার স্থায়ী সদস্য পদ পেতে চায়। অর্থনৈতিক শক্তিতে নতুন করে জেগে ওঠা দর্শন আমেরিকার দেশ ব্রাজিলও স্থায়ী সদস্য পদ পেতে চায়। অন্যদিকে মুসলিমবিশ্ব মনে করে তাদেরও একটি স্থায়ী প্রতিনিধি দরকার। কেননা পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠায় উক্ত অঙ্গ সংস্থার দায়িত্ব সবচেয়ে বেশি।

- ক.** বর্তমানে কতটি দেশ জাতিসংঘের সদস্য? ১
খ. ভেটো বলতে কী বোঝ? ২
গ. উল্লিখিত দেশগুলোর উক্ত অঙ্গ সংস্থার সদস্য হতে হলে কী কী কাজ করতে হবে? — ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর বিশ্বশান্তি এবং মানবাধিকার রবায় এই সংস্থা বিশ্ববাসীকে সঠিক দিকনির্দেশনা দিচ্ছে? উত্তরের পবে যুক্তি দাও। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর সৃষ্টি

ক বর্তমানে জাতিসংঘের সদস্য দেশ ১৯৩টি।
খ জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের মোট ১৫টি সদস্যরাষ্ট্রের মধ্যে ৫টি সদস্য স্থায়ী। এ পাঁচ সদস্যের যেকোনো সদস্যের ভেটো বমতা আছে। ভেটো অর্থ আমি মানি না। অর্থাৎ ৫টি স্থায়ী সদস্যের যেকোনো একটি সদস্য কোনো প্রস্তাবের বিপবে ভোট দিলে তা পাস হতে পারে না। স্থায়ী সদস্যরাষ্ট্রগুলো হলো— চীন, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স এবং রাশিয়া।



X-clusive লিঙ্ক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দবতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে—

গ জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ সম্পর্কে ব্যাখ্যা কর।
ঘ জাতিসংঘের কার্যক্রম বিশ্লেষণ কর।

প্রশ্ন- ১৫ ▶▶

জাতিসংঘ গঠনের পটভূমি এবং নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্যবিলোপ সনদ বা সিডও

বৈষম্যের বেত্র	আন্তর্জাতিক সংস্থার ভূমিকা
নারী পাচার ও পতিতাবৃত্তিতে নিয়োগ	১৯৪৯ সালে মানবপাচার ও পতিতাবৃত্তি অবসানের জন্য সনদ অনুমোদন
শ্রম বৈষম্য	১৯৫১ সালে একই প্রকৃতির কাজের জন্য নারী ও পুরুষ শ্রমিকের একই বেতন দান সংক্রান্ত প্রস্তাব অনুমোদন।
রাজনৈতিক বৈষম্য	১৯৫২ সালে নারীর রাজনৈতিক অধিকার বিশেষ করে নারীর ভোটদান ও নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সনদ অনুমোদন।

- ক.** বেইজিং পরাস ফাইভ সম্মেলন কত সালে অনুষ্ঠিত হয়? ১
খ. জাতিসংঘ কেন গঠিত হয়? ২
গ. প্রদত্ত ছকে আন্তর্জাতিক সংস্থা বলতে কোনটিকে বোঝানো হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. প্রদত্ত ছকটি পূর্ণাঙ্গ কিনা তা যাচাই কর। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর সৃষ্টি

ক বেইজিং পরাস ফাইভ সম্মেলন ২০০০ সালে অনুষ্ঠিত হয়।
খ ১৯২০ সালে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার লব্ধে প্রতিষ্ঠিত হয় লীগ অব নেশনস। কিন্তু এ সংস্থার সাংগঠনিক দুর্বলতা ও অন্যান্য কারণে বিশ্ব শান্তি রবায় ব্যর্থ হয়। ১৯৩৯ সালে পুনরায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসলীলা পৃথিবীকে গ্রাস করে। এ যুদ্ধের ভয়াবহতা ও বিতর্ষিকায় আতঙ্কিত হয়ে পড়ে সমগ্র বিশ্ব। তাই বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তার লব্ধে ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর প্রতিষ্ঠিত হয় জাতিসংঘ।



X-clusive লিঙ্ক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দবতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে—

গ জাতিসংঘ গঠনের প্রেক্ষাপট উল্লেখ কর।
ঘ নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণে জাতিসংঘের ভূমিকা বিশ্লেষণ কর।

প্রশ্ন- ১৬ ▶▶

নারী অধিকার রবায় জাতিসংঘের কার্যক্রম

ড. তানভির মোহাম্মদ বাংলাদেশের গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিগুলো পর্যবেক্ষণ করে দেখলেন যে, দুই-তৃতীয়াংশ শ্রমিকই নারী। কিন্তু বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার বেত্রে একই পরিশ্রম করে নারীরা পুরুষদের তুলনায় অনেক কম বেতন পায়।

- ক.** বাংলাদেশ জাতিসংঘের কততম সদস্য দেশ? ১
খ. UNIFEM কী? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. অনুচ্ছেদের নারী শ্রমিকদের বেত্রে জাতিসংঘের যে সনদের কার্যকর ভূমিকা ব্যর্থ হয়েছে তার ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত নারী শ্রমিকদের অধিকার রবায় জাতিসংঘের রয়েছে ব্যাপক কার্যক্রম— পাঠ্যপুস্তকের আলোকে মতামত দাও। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর সৃষ্টি

ক বাংলাদেশ জাতিসংঘের ১৩৬তম সদস্য দেশ।
খ ‘UNIFEM’ হলো জাতিসংঘের অঙ্গ সংস্থাগুলোর একটি। ‘UNIFEM’ হলো নারী উন্নয়ন তহবিল। বাংলাদেশের নারীদের উন্নয়নে এ সংস্থা বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি পালন করেছে। নারীদের বিভিন্ন ধরনের অধিকার আদায়ে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে তাদের সংশ্লিষ্ট করেছে। বাংলাদেশের নারীদের নিরাপদ শ্রম অভিবাসনসহ বিভিন্ন ইস্যুতেও এ সংস্থা কাজ করেছে।



X-clusive লিঙ্ক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দবতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে—

গ নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ বা সিডও সম্পর্কে ব্যাখ্যা কর।
ঘ নারীর অধিকার রবায় জাতিসংঘের কার্যক্রম ব্যাখ্যা কর।

অধ্যায় সমন্বিত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন- ১৭ ▶▶

পৌরসভা ও জাতিসংঘ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে সংগঠনটির জন্ম হয়। পাঁচটি প্রধান অঙ্গ ও একটি সেক্রেটারিয়েট নিয়ে গঠিত। সম্প্রতি সংগঠনটির একদল প্রতিনিধি শহর এলাকার উন্নয়নে কাজ করে। এমন একটি প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনে আমাদের দেশে আসে যার বর্তমান সংখ্যা ৩১৬টি।

- ক.** নাগরিকের পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য কী? ১
খ. কীভাবে সুশাসন এবং দুর্নীতিমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা হবে? ২
গ. উদ্দীপকে আমাদের দেশের যে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের পরিচয় ফুটে উঠেছে তার গঠন ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. প্রতিনিধিদল প্রেরণকারী প্রতিষ্ঠানের অঙ্গ সংস্থাগুলোর

কাজ বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে মূল্যায়ন কর।

৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নাগরিকের পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো- প্রার্থীকে সততা ও সুবিবেচনার সাথে ভোট দেওয়া।

খ প্রত্যেক নাগরিককেই বিভিন্ন বেত্রে দুর্নীতি এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে হবে। ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের এমনকি রাষ্ট্রের বেআইনি কোনো কাজের বিরুদ্ধে রবখে দাঁড়ানো নাগরিকদের নৈতিক দায়িত্ব। তবে কোনোক্রমেই আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়া যাবে না। তা হলেই সুশাসন এবং দুর্নীতিমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা হবে।

গ উদ্দীপকে আমাদের দেশের পৌরসভা নামক স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের পরিচয় ফুটে উঠেছে। শহর এলাকার স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাটির নাম পৌরসভা। বাংলাদেশের প্রত্যেক পৌর বা শহর এলাকার জন্য একটি করে পৌরসভা আছে। বর্তমানে বাংলাদেশে ছোট-বড় মোট ৩১৬টি পৌরসভা আছে। উদ্দীপকে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানের বেত্রেও দেখা যায়, প্রতিষ্ঠানটি শহর এলাকার উন্নয়নে কাজ করে এবং এর বর্তমান সংখ্যা ৩১৬টি যা পৌরসভার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। পৌরসভার গঠন প্রাপ্তবয়স্কদের প্রত্যেক ভোটে নির্বাচিত একজন চেয়ারম্যান এবং ওয়ার্ডভিত্তিক কয়েকজন নির্বাচিত সদস্য নিয়ে পৌরসভা গঠিত হয়। সদস্যগণ কমিশনার নামে পরিচিত। দেশের সকল পৌরসভার সদস্য সংখ্যা সমান নয়। পৌর এলাকার আয়তন ও জনসংখ্যার ভিত্তিতে সদস্য সংখ্যা কমবেশি হতে পারে। পৌরসভার কার্যকলাপ পাঁচ বছর।

ঘ প্রতিনিধিদল প্রেরণকারী প্রতিষ্ঠানটি হলো জাতিসংঘ। প্রতিনিধিদল প্রেরণকারী প্রতিষ্ঠানটির বেত্রে দেখা যায়, প্রতিষ্ঠানটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে জন্ম নেয় এবং পাঁচটি প্রধান অঙ্গ ও একটি সেক্রেটারিয়েট

নিয়ে এটি গঠিত বা জাতিসংঘকে নির্দেশ করে। বাংলাদেশে জাতিসংঘের অঙ্গ সংস্থাগুলো যেসব কাজ করে থাকে তার মূল্যায়ন করা হলো :

জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি বা ইউএনডিপি : বাংলাদেশের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নে ইউএনডিপি দেশব্যাপী অসংখ্য কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। ২০১৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশে ইউএনডিপি মিলেনিয়াম উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ৮টি।

জাতিসংঘ শিশু তহবিল বা সংস্থা বা এফএও : দেশের সুবিধাবঞ্চিত শিশু ও মেয়ে শিশুদের মৌলিক অধিকার আদায়ের লব্ধে বিশেষত শিবা ও চিকিৎসা নিশ্চিত করার জন্য ইউনিসেফ কাজ করছে।

জাতিসংঘের খাদ্য এবং কৃষি সংস্থা বা এফএও : বাংলাদেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিশ্চিত করার জন্য জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষিসংস্থা কাজ করছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বা ডব্লিউএইচও : বাংলাদেশের পোলিও নিবারণের জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা শিশুদেরকে বিভিন্ন ধরনের ওষুধ খাওয়াচ্ছে এবং টিকা দিচ্ছে।

উদ্বাস্তুবিষয়ক জাতিসংঘ হাইকমিশনারের কার্যালয় বা ইউএনএইচসিআর : বাংলাদেশের শরণার্থী এবং রোহিঙ্গা ইস্যুতে এই সংস্থা ব্যাপক অবদান রেখেছে।

জাতিসংঘ নারী উন্নয়ন তহবিল বা ইউনিফেম : নারীদের বিভিন্ন ধরনের অধিকার আদায়, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে তাদের সর্গশিরষ্ট করা এবং নারীদের নিরাপদ শ্রম অভিবাসনসহ বিভিন্ন ইস্যুতে এ সংস্থা কাজ করছে।

কাজেই দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নে জাতিসংঘের অঙ্গ সংস্থাগুলোর কার্যাবলি খুবই প্রশংসনীয়।



নিশ্চিত কমন উপযোগী জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর



■ জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর



প্রশ্ন ১১ কোনটি ছাড়া মানুষ পূর্ণাঙ্গারূপে বিকশিত হতে পারে না?

উত্তর : মানবাধিকার ছাড়া মানুষ পূর্ণাঙ্গারূপে বিকশিত হতে পারে না।

প্রশ্ন ১২ পৃথিবীতে কয়টি বড় যুদ্ধ হয়েছে?

উত্তর : পৃথিবীতে দুটি বড় যুদ্ধ হয়েছে।

প্রশ্ন ১৩ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর কোন প্রতিষ্ঠানটি গঠন করা হয়?

উত্তর : প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর লীগ অব নেশনস গঠন করা হয়।

প্রশ্ন ১৪ জাতিসংঘের সদস্য কে?

উত্তর : বিশ্বের স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ জাতিসংঘের সদস্য।

প্রশ্ন ১৫ কত তারিখে জাতিসংঘ দিবস পালন করা হয়?

উত্তর : ২৪ অক্টোবর জাতিসংঘ দিবস পালন করা হয়।

প্রশ্ন ১৬ জাতিসংঘের প্রধান অঙ্গ কতটি?

উত্তর : জাতিসংঘের প্রধান অঙ্গ ৫টি।

প্রশ্ন ১৭ আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের কাজ কী?

উত্তর : আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের কাজ হচ্ছে আন্তর্জাতিক বিবাদ মীমাংসা করা।

প্রশ্ন ১৮ নিরাপত্তা পরিষদ কতটি সদস্য রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত?

উত্তর : নিরাপত্তা পরিষদ ১৫টি সদস্য রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত।

প্রশ্ন ১৯ সাধারণ পরিষদকে কী বলে অভিহিত করা হয়?

উত্তর : সাধারণ পরিষদকে বিতর্ক সভা বলে অভিহিত করা হয়।

প্রশ্ন ১১০ ইউনিসেফ কী নিয়ে কাজ করে?

উত্তর : ইউনিসেফ সুবিধাবঞ্চিত শিশু ও মেয়েদের অধিকার নিয়ে কাজ করে।

প্রশ্ন ১১১ জাতিসংঘের ৪১তম অধিবেশন বসে কত সালে?

উত্তর : জাতিসংঘের ৪১তম অধিবেশন বসে ১৯৮৬ সালে।

প্রশ্ন ১১২ জাতিসংঘের ৪১তম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন কে?

উত্তর : জাতিসংঘের ৪১তম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী।

প্রশ্ন ১১৩ জাতিসংঘের উদ্দেশ্য কোথায় লিপিবদ্ধ আছে?

উত্তর : জাতিসংঘের উদ্দেশ্য জাতিসংঘ সনদে লিপিবদ্ধ আছে।

প্রশ্ন ১১৪ সিডও সনদে কতটি ধারা আছে?

উত্তর : সিডও সনদে ৩০টি ধারা আছে।

প্রশ্ন ১১৫ বিশ্বশান্তির জন্য কত জন বাংলাদেশি সৈন্য শহিদ হয়েছেন?

উত্তর : বিশ্বশান্তির জন্য ৮৮ জন বাংলাদেশি সৈন্য শহিদ হয়েছেন।

■ অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর



প্রশ্ন ১১ ‘লীগ অব নেশনস’ কেন গঠন করা হয়?

উত্তর : যুদ্ধের কারণে মানবজাতির অবর্ণনীয় দুর্ভোগ এবং অশান্তি সৃষ্টি হয়। এছাড়া সাধিত হয় ভয়ঙ্কর ধ্বংসলীলা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ব্যাপকতা এবং ধ্বংসলীলা মানুষকে যুদ্ধের প্রতি বীতশ্রদ্ধ এবং শান্তির জন্য আগ্রহী করে তোলে। এজন্যই বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার লব্ধে গঠন করা হয় আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ‘লীগ অব নেশনস’।

প্রশ্ন ১২ ‘সিডও নারীর অধিকারের একটি পূর্ণাঙ্গা দলিল’- ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদটি সিডও সনদ নামে পরিচিত। এটি ১৯৭৯ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত হয়। নারী ও পুরুষের সমতার নীতির ওপর ভিত্তি করে সনদটি তৈরি। নারীর মানবাধিকারের বিষয়টিও এখানে উঠে এসেছে। এ সনদ নারীর প্রতি রাষ্ট্রের দায়িত্বকে নিশ্চিত করে। এজন্য এ সনদকে নারীর অধিকারের একটি পূর্ণাঙ্গা দলিল বলা হয়।

প্রশ্ন ১৩ মানবাধিকার বলতে কী বোঝ?

উত্তর : মানবাধিকার হলো প্রত্যেক মানুষের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় কিছু সুযোগ-সুবিধার অধিকার। মানবাধিকার ছাড়া কোনো

মানুষ পূর্ণাঙ্গভাবে বিকশিত হতে পারে না। মানবাধিকার মানুষের সম্মান ও অধিকার রক্ষা করে।

প্রশ্ন ১৪ ৥ CEDAW-1979 বলতে কী বোঝ?

উত্তর : জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women 1979 কে সংক্ষেপে সিডও ১৯৭৯ বলা হয়। এই সনদটি ১৯৭৯ সালের ডিসেম্বর মাসে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত হয়। ১৯৮১ সালে ২০টি সদস্য দেশ সমর্থন করার পর এটি কার্যকর হয়। সিডও সনদে ৩০টি ধারা আছে। এর প্রথম ১৬টি ধারায় নারীর প্রতি বৈষম্যের বিবরণ এবং পরের ১৪টি ধারায় এ বৈষম্যগুলো বিলোপের উপায় চিহ্নিত করা হয়েছে।

প্রশ্ন ১৫ ৥ যেকোনো রাষ্ট্রই জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ করতে পারে— বুঝিয়ে লেখ।

উত্তর : জাতিসংঘ সনদের নিয়মকানুন মেনে চলতে আগ্রহী বিশ্বের যেকোনো শান্তিকামী দেশ জাতিসংঘের সদস্য হতে পারে। বর্তমানে বিশ্বের ১৯৫টি দেশ জাতিসংঘের সদস্য। বাংলাদেশ ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘের ১৩৬তম সদস্য হিসেবে সদস্যপদ লাভ করে।

প্রশ্ন ১৬ ৥ নারীর অধিকার সংরক্ষণ বলতে কী বোঝ?

উত্তর : নারীর অধিকার সংরক্ষণ বলতে বুঝি সকল ক্ষেত্রে আইনের মাধ্যমে নারীদের সমান সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা। সমাজের উন্নয়ন করতে হলে নারীদের অংশগ্রহণ ছাড়া তা সম্ভব নয়। কিন্তু দেশে নারীরা তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত। শিবাধিকারে নারীরা পিছিয়ে। শিল্প-কারখানায় সমান শ্রম দিয়েও নারীরা বেতন পায় কম।

প্রশ্ন ১৭ ৥ “যুদ্ধ কখনো জাতিতে জাতিতে সংকট নিরসনের পথ হতে পারে না”— ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : যুদ্ধ কখনো জাতিতে জাতিতে সংকট নিরসনের পথ হতে পারে না। যুদ্ধ কেবল লোকবল ও অর্থবল বয় করতে পারে, ধ্বংস করতে পারে। আমরা বিগত দুটি বিশ্বযুদ্ধে হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু, পঙ্গুত্ববরণ ও আহত হওয়ার দৃশ্য দেখেছি। এর বিনিময়ে কোনো পর্বের কোনো লাভ হয়নি। তাই বিশ্বের বিবাদমান জাতিগুলোর সংকট নিরসনের জন্য প্রয়োজন পারস্পরিক শ্রদ্ধার ভিত্তিতে আলোচনার টেবিলে বসা।